চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 April, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৭ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চেন্নাই থেকে আসা এম্বুলেন্স চালক করোনা আক্রান্ত, চিন্তিত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। আবারও করোনা আতঙ্কের ছায়া দেখা দিয়েছে রাজ্যে। চেন্নাই থেকে এম্বুলেন্সে দুই পরিবার রাজ্যে ফিরেছেন। ওই এম্বুলেন্সের চালক করোনা আক্রান্ত হিসেবে রিপোর্ট এসেছে। তাতে উদয়পুর ও বাইখোরা নিবাসী দুই পরিবারকে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাদের প্রতিবেশীদেরও নজরদারীতে রাখা হয়েছে। বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যে ফিরে করোনার সংকেত চিন্তা বাড়াল তা স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি আজ সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সমস্ত ঘটনা বহিঃরাজ্য থেকে প্রবেশের কারণেই ঘটেছে।

এই বিষয়ে গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ বলেন, গত সোমবার চেন্নাই থেকে এম্বুলেন্সে রাজ্যের দুই পরিবার ফিরেছেন। ওইদিন অনেক রাতে তারা উদয়পুরে পৌঁছেছিলেন। তাই, ওইদিন উদয়পুর এবং বাইখোরার দুই পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। সাথে এম্বুলেন্সের দুই চালকদেরও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তিনি জানান, তাদের করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ না হওয়ায় গতকাল নমুনা সংগ্রহের পর পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থেকে বাড়িতে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। গোমতী জেলা শাসক বলেন, এম্বুলেন্স চালকদের ২৮ এপ্রিলের মধ্যেই ত্রিপুরা ছাড়তে হবে এমন শর্তের কারণে তারা তামিলনাড়ুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন গতকালই। আজ তাদের রিপোর্ট এসেছে। তাতে এম্বুলেন্সের একজন চালক করোনা পজেটিভ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। বাকিদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

গোমতী জেলা শাসক বলেন, টিএন-০৭-এবি-৭২২১ নম্বরের এম্বুলেন্সটি আজ পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ি থেকে আশি কিমি দূরে বীরপাড়া এলাকায় আটকানো হয়েছে। এম্বুলেন্সের দুইজন চালককেই সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। আজ গোমতী জেলা শাসক জানিয়েছেন, উদয়পুর নিবাসী ওই পরিবারকে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। উদয়পুরের অমরসাগর দক্ষিণ পাড়স্থিত পুলিশ সুপারের সরকারী আবাসনের বিপরীতে অবস্থিত ওই পরিবারের এক প্রতিবেশীর বাড়িকেও কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা ব্যক্তির বাড়িটিও কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামীকাল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক ওই এলাকা পরিদর্শনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাম্পাহাওরে নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ এপ্রিল।। ফের ত্রিপুরায় নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নয় বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

অভিযোগ, গতকাল খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানাধীন হাতিমারা পাড়ায় বিকেল চারটা নাগাদ বিশাল দেববর্মা (২০) নামের যুবক স্থানীয় এক নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে বলপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি নির্যাতিতা তার বাবাকে জানালে তিনি চাম্পাহাওর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

আজ চাম্পাহাওর থানার ওসি উদয়ন দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ হাতিমারাপাড়া থেকে অভিযুক্ত বিশাল দেববর্মাকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৫০৬ ও পকসো আইনের ৬ ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। ওই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

করোনা-র প্রকোপে লকডাউন-এর মধ্যে অপরাধ সম্প্রতি বাড়ছে ত্রিপুরায়। এমনই ধর্ষণের ঘটনায় আবারও ত্রিপুরাকে কলংকিত করেছে।

বুধবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিতে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

করোনা মোকাবিলায় লকডাউনেই আস্থা বিরোধী দলনেতা ও মুখ্যমন্ত্রীর

সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। করোনা মোকাবেলায় লকডাউনেই আস্থা রাখলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে উভয়েই লকডাউন নিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবেলায় লকডাউন এখন আমাদের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। কোন না কোন লকডাউনকে সাথে নিয়েই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তেমনি বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও বৈঠকে করোনা মোকাবিলায় লকডাউনই একমাত্র অস্ত্র বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

একটা মহামারিকে মোকাবিলা করছি আমরা। একটা সঙ্কট চলছে এখন। এই সঙ্কটে সবই সঠিক হবে তা কখনোই ঠিক নয়। এই সময়ে সবাইকে একসাথে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আহুত সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কঠিন সময় থেকে কিভাবে বেড়িয়ে আসা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই সর্বদলীয় বৈঠক। এখানে উপস্থিত সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যেসমস্ত প্রস্তাব ও পরামর্শ এসেছে তা রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নেবে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় আজ বিকেলে রাজ্য সরকারের আহ্বানে মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনাহারে অসমের আট পরিযায়ী শ্রমিকের ৫৬ কিমি পায়ে হেঁটে ঠাঁই হল কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। টাকা এবং খাবার সামগ্রী ফুরিয়ে গেছে। অনাহারে বাঁচার উপায় খুঁজে না পেয়ে দীর্ঘ ৫৬ কিমি পথ পায়ে হেঁটে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছেন আট পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা মূলত অসমের নাগরিকউ ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তে লঙ্গাই নদীর উপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা। লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে, তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। কাজ নেই, তাই অনাহারে দিশা না পেয়ে পায়ে হেঁটে ত্রিপুরায় পৌছেন তাঁরা। কাঞ্চনপুরে হঠাৎ বহিরাগতের আগমনে স্থানীয় জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। মহকুমা প্রশাসন খবর পেয়ে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহায়তার বন্দোবস্ত করেছে।

তাঁদের দুর্ভোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হাবিবুল রহমান বলেন, প্রায় মাস দেড়েক আগে নির্মাণ সংস্থার তরফে কিছু টাকা এবং খাবার সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন আমাদের খাবারের সংস্থান হয়েছিল। এর পর থেকে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে প্রায় অনাহারেই দিন কাটিয়েছি আমরা। কারণ, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। তাই, পায়ে হেঁটেই কাঞ্চনপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই আমরা। তাঁর দাবি, গত দুদিন না খেয়ে দীর্ঘ ৫৬ কিমি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণখেলাপি প্রসঙ্গে বাকযুদ্ধ চরমে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের প্রসঙ্গে বাগযুদ্ধ অব্যাহত বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। একদিকে যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার দাবি করেছেন যে বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস অযথা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তখন অন্যদিকে চলতি বছরের ১৬ মার্চ সংসদে অর্থমন্ত্রী বিবৃতিতে জনসমক্ষে হাতিয়ার করেছে কংগ্রেস।

বুধবার কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, নির্মালা সীতারমন অর্থমন্ত্রীর মতো পদে বসে থেকে অসত্য এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। অর্থমন্ত্রীর নিজে টুইট করে জানিয়েছিলেন যে মোদী, চোকসি, মাল্যের ২৭৮০.৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও চলতি বছরের ১৬ মার্চ সংসদে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে পাঁচ বছরে পিএমএলএ অনুযায়ী এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৯৬. ৯৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এবার এই দুটি পরিসংখ্যানের মধ্যে কোনটি সঠিক বলে প্রশ্ন তুলেছেন সুরজেওয়ালা। তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসিনা-মোদি ফোনালাপ, করোনা মোকাবিলায় ভারত-বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার

অভিজিৎ রায় চৌধুরী ● নয়াদিল্লী
মনির হুসেন ● ঢাকা

২৯ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস মহামারিতে সম্ভাব্য খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে ঢাকা-দিল্লি। বুধবার বিকেলে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় এ আহ্বান জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ কথা জানান। বিকেল ৫ টা ৫০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিড-১৯ মহামারিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ১২ মিনিট কথা বলেন দুই নেতা। শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণকে নববর্ষ ও রমজানের শুভেচ্ছাও জানান মোদী।

প্রেস সচিব বলেন, করোনা ভাইরাস মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং এ মহামারিতে সম্ভাব্য খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে নিজ নিজ সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন দুই প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থ্যা বলছে পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। সুতরাং এ অঞ্চলের সব দেশ এক হয়ে এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। মহামারি মোকাবিলায় উভয় দেশের নেওয়া পদক্ষেপের প্রশংসা করেন দুই নেতা এবং একসঙ্গে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পুর্নব্যক্ত করেন তারা।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গেল মাসের ভিডিও কনফারেন্সে নেওয়া উদ্যোগগুলোকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হন দুই নেতা।কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নরেন্দ্র মোদী।

এদিকে , দক্ষিণ এশিয়ায় করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার এই ফোনালাপের পর এক টুইট বার্তায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে থাকবে। বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানোর পর টুইট বার্তায় শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোবাইল টাওয়ারে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ এপ্রিল।। একদিকে করোনা-র প্রকোপ। অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তি। দিশেহারা হয়ে এক যুবক মোবাইল টাওয়ারে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তবে দমকল বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যুবককে টাওয়ারের চূড়া থেকে নামানো সম্ভব হয়েছে।

মোহনপুর থানাধীন মনতলা কলোনি এলাকার বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া যুবক রাজু দেব বুধবার সকালে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আত্মহত্যার জন্য তিনি এলাকায় মোবাইল টাওয়ারে চূড়ায় উঠে যান। স্থানীয় জনগণ দেখতে পেয়ে তাকে বুঝিয়ে নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কারোর কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় মোহনপুর থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দমকল বাহিনীকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছিল না। মোবাইলের টাওয়ারের চূড়া থেকে কিছুতেই তাকে নামানো যাচ্ছিল না। প্রায় দু ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাজুকে নামাতে সক্ষম হন দমকল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ এগার লক্ষাধিক টাকাসহ বিস্তর নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত মোহনপুরে, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে বড় ধরনের সাফল্য পেল রানীর বাজার থানার পুলিশ। রানীর বাজার থানার অধীন মোহনপুরের এক বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে ১১ লক্ষাধিক টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া নেশার টেবলেট এসপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল সংখ্যায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ এবং চন্দন দেবনাথ নামে ওই বাড়ির দুই সদস্যকে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে জিরানীয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদার ওই বাড়িতে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ নিয়ে তল্লাসী অভিযান চালায়। তল্লাসী অভিযানে ছিল জিরানীয়া থানা এবং রানীরবাজার থানার পুলিশও। দুই থানার ওসি সহ এসডিপিও অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ির বিভিন্ন গোপন জায়গা থেকে নগদ ১১ লক্ষাধিক টাকা এবং নেশার টেবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে।

টিএসআর জওয়ানের গণপিটুনিতে আহত আট, মার খেলেন আরও কুড়ি জন

মহারাজগঞ্জ বাজারে অনির্দিষ্টকালের ব্যবসা বন্ধের হুমকি, পরে প্রত্যাহার ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। মাস্ক পরা নিয়ে টিএসআর জওয়ানের মারে আহত হয়েছেন ৮ জন সবজি ব্যবসায়ী। আরও প্রায় ২০ জন লাঠির মার খেয়েছেন। তাতে ক্ষুব্ধ সবজি ব্যবসায়ীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাজার বন্ধের হুমকি দেন। এই হুমকিতে কিছুটা সুর নরম হয় পুলিশের। সদর এসডিপিও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় দোষী পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। আশ্বাস পেয়ে সবজি ব্যবসায়ীরা বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। মঙ্গলবার সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারে সংঘটিত এ ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

করোনা মোকাবিলায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বাজার ব্যবসায়ীরাও বিক্রির ক্ষেত্রে মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছেন। মহারাজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে এখন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই মাস্ক পরে থাকেন। কিন্তু, আজ সেই মাস্ক পরা নিয়েই তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল

মহারাজগঞ্জ বাজার পুলিশ আউট পোস্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমিকরা। ছবি নিজস্ব।

মহারাজগঞ্জ বাজারে।

বর্তমানে সবজি বাজার স্থানান্তরিত হয়েছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নকুল দেবনাথ বলেন, করোনা মোকাবিলায় আমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সচেতন। প্রত্যেক বিক্রেতা মাস্ক পরে সবজি বিক্রি করেন। এমন-কি, মাস্ক পরে না আসলে কোনও ক্রেতার কাছে সবজি বিক্রি করা হচ্ছে না। কিন্তু আজ বিনা দোষে টিএসআর জওয়ান বাজারে ঢুকে সবজি ব্যবসায়ীদের মেরে আহত করেছেন।

এ-বিষয়ে জনৈক বিক্রেতা বলেন, সবজি বিক্রির সময় মাস্ক মুখ থেকে সামান্য সরে গিয়েছিল। তাতেই টিএসআর জওয়ান আমাদের প্রচণ্ড মারধর করেছে। নকুল বলেন, এমনিতেই লকডাউন-এ সাংঘাতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। তবুও সমস্ত নিয়ম মেনে বাজার সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু আজকের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর দাবি, ৮ জন সবজি ব্যবসায়ী টিএসআর জওয়ানের লাঠির আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এছাড়া আরও প্রায় ২০ জন টিএসআর-এর লাঠির মার খেয়েছেন। তাই, প্রতিবাদে সবজি বাজার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সদর এসডিপিও ঘটনার তদন্ত করে দোষীর শাস্তির আশ্বাস দেওয়ায় বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছি আমরা। এদিকে এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের কোনও বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

চুড়াইবাড়িতে এফসিআই গুদামে অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই খাদ্য সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ এপ্রিল।। অসমের সীমান্তঘেঁষা উত্তর ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চোরাইবাড়িতে অবস্থিত ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই)-এর গুদামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে ছাই হয়ে গেছে গুদামে মজুত চাল ও অন্য খাদ্য সামগ্রী।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে এফসিআই গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রঞ্জিত চক্রবর্তী জানান, প্রতিদিনের মতো আজ (বুধবার) সকালে তিনি অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে এসে গুদামের মূল দরজা খুলেঘটনাটি দেখে আঁতকে ওঠেন। তাঁরা দেখেন

গুদামের ভিতরে মজুত চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর বস্তায় আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে।

খবর পেয়ে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী দ্রুত অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে অনেকক্ষণ কসরত করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় অনেক বড় বিপদ থেকে গোটা চোরাইবাড়ি এলাকা আজ রক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৯৯ ▫ ৩০ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ১৭ বৈশাখ ▫ বৃহস্পিতবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পাহাড়ে সংকট বাড়িতেছে

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক। লকডাউনের কারণে সব অংশের চিকিৎসকরাই প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় রোগীরা পড়িয়াছেন মহা বিপাকে। অনেক জটিল রোগী এখন যন্ত্রণায় কাতরাইলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিবার সুযোগ নাই। রোগীদের জন্য লক ডাউন বিড়ম্বনা আরও আছে। আমবাসায় প্রত্যন্ত এলাকার এক রোগীকে হাসপাতালে আনিতে পারে নাই। কারণ লকডাউনে গাড়ী না পাওয়ায় ওই রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া যায় নাই। বিনা চিকিৎসায় এই রোগীর মৃত্যু শুধু আমবাসায় নহে সারা রাজ্যেই পাহাড়ি এলাকায় এই সমস্যা দিনে দিনেই বাড়িয়াছে। দেশব্যাপী দীর্ঘ লকডাউনের কারণে রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে অভাব অনটন বাড়িয়া চলিয়াছে। পাহাড়ে কর্মহীন বিপন্ন উপজাতি অংশের মানুষকে নায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে চাল ডাল ইত্যাদি বিলি করিলেও অভাবের আগুনে তাহারা দ্বগ্ধ হইতেছে। রাজ্যের উত্তর দক্ষিণ সর্বত্রই পাহাড়ে উপজাতি মহল্লায় অভাব চরম আকার ডাকিয়া আনিবে। এই পরিস্থিতি নিরসনে যে তদারকি ইত্যাদি দরকার তাহার অভাব আছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনকে গ্রাম মুখীন করিতে হইবে। গ্রামই বিশেষ করিয়া প্রত্যন্ত এলাকায় পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবেলা করা উচিত। রাজ্য সরকার রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে দৈন্যতার মাঝে দ্রুত ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে হইবে।

সরকারী তরফে বিস্তর খাদ্য সামগ্রী গ্রাম পাহাড়ে উপজাতিদের মধ্যে বিলি নিশ্চিত করা না গেলে বিপাকে পড়িতে হইবে প্রশাসনকে। ত্রিপুরায় উপজাতি অংশের মানুষ করোনা ত্রাসে হয়তো আরও জঙ্গলে ঢুকিয়াছে। কারণ উপজাতিরা গহন অরণ্যকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়া থাকে। উপজাতি অংশের যুবকেরা করোনা বিরোধী মানসিকতা সহজেই যুক্ত করা গিয়াছে কিন্তু, তাঁহাদের জীবনে নানা সমস্যায় আক্রান্ত। জলের সমস্যায় কয়দিন পরে বিদ্রোহ হইয়াছে গ্রামে। এই অবস্থায় গ্রামীণ ত্রিপুরায় হতাশ যুবকদের হাতে আবার বন্দুক আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং লকডাউনে তো গ্রাম পাহাড়ে পাহাড়ে মানুষ জলের জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে। একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে পাহাড়ে উপজাতি যুবকদের মধ্যে সাহায্য ত্রাণে অংশ গ্রহণ যুক্ত করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে কখনও শান্তি পাহাড়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়া আসিবে না।

টিকিয়াপাড়া কান্ডে কড়া প্রতিক্রিয়া তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় পুলিশ নিগ্রহ নিয়ে টুইট করলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, কোনও টোটালিটিরিয়ান রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ পুলিশকে ভয় পায়। গণতন্ত্রে বেশিরভাগ স্থানে মানুষ পুলিশকে শ্রদ্ধা করে, মানে। কিন্তু এখানকার মতো ঘটনা,যেখানে লোক পুলিশকে নিগ্রহের জন্য রাজনৈতিক মদত পায়, সেখানে আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিৎভাবে ভেঙে পড়েছে।

মাঝরাস্তাতেই সন্তান প্রসব হাসপাতাল প্রত্যাখ্যাত মহিলার

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : প্রসব বেদনা ওঠায় তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাজরার একটি হাসপাতালে। কিন্তু আসন্ন প্রসবাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মাঝরাস্তাতেই সদ্যোজাতোর জন্ম দিলেন শর্বানী সর্দার নামে ওই মহিলা।

বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সম্মেলনে হাসপাতালগুলোকে বলছেন রোগী না ফেরাতে। কিন্তু শয্যা তো বটেই স্থানেরও চরম অভাব। সেই কারণে রোগী ফেরানো রীতিমত জলভাত হয়ে গিয়েছে এ রাজ্যে। তবে, এই ঘটনায় সাহায্যের হাত বাড়াল কলকাতা পুলিশ। মানবিকতার এমনই চিত্র ধরা পড়ল দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট অঞ্চলে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার কসবা অঞ্চলের বাসিন্দা ওই মহিলা। সম্প্রতি তাঁর প্রসব বেদনা উঠল স্বামীকে নিয়ে হাজরার হাসপাতালে যান। ওখানেই প্রথম থেকে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছিল। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করানোর পর এদিন হাসপাতাল থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে ফেরার সময় অটোর মধ্যেই সদ্যোজাতোর জন্ম দিলেন ওই মহিলা।এই অবস্থায় কিন্তু পাশে দাঁড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। জানা যাচ্ছে, কর্তব্যরত পুলিশের তৎপরতায় তড়ঘড়ি স্থানীয় একটি হাসপাতালে মা ও বাচ্চাকে ভর্তি করানো হয়েছে। এবং দুজনেই সংক্রমণমুক্ত বলে জানিয়েছেন প্রসূতির স্বামী। এর জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকদের।

করোনা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত দিল্লি ও হরিয়ানার মধ্যে

চণ্ডীগড়, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত হরিয়ানা ও দিল্লির মধ্যে। বুধবার দুপুর থেকে হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে দুই রাজ্যের মধ্যে থাকা সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সোনিপথ, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদের সঙ্গে সড়ক পথে দিল্লির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে যতগুলি করোনা সংক্রামিত রোগী ধরা পড়েছে তাদের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক রয়েছে। দিল্লির পুলিশের প্রায় দুই হাজার জওয়ান হরিয়ানা থেকে রোজ আসা যাওয়া করে। সোনিপথে যে ২২ জন মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি দিল্লি প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও তারা কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। সেই কারণে দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার চার জেলার সিল করে দেওয়া হয়েছে।এই চারটি জেলার সঙ্গে দিল্লির যোগ রেখে চলা ১৮ টি সড়কও সিল করে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক, পুলিশকর্মী এবং ব্যাংক কর্মচারীদেরও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দিল্লি সরকারের তরফের জারি করা কোন পাশের বৈধতা রাজ্যের মধ্যে গৃহীত হবে না। কিন্তু দুধ খাদ্যশস্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করা হবে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফলপ্রকাশ মাধ্যমিকের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মারণ থাবায় কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে করোনা সংক্রমণ এড়াতে বন্ধ হয়েছে স্কুল-কলেজ বিদ্যালয়। তবে, লকডাউনের জেরে থমকে মাধ্যমিকের ফলাফল। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফল প্রকাশ হবে মাধ্যমিকের বুধবার এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, "মাধ্যমিকের খাতা দেখা হয়ে গিয়েছে। নম্বর সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফল প্রকাশ করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ"। উল্লেখ্য,এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৮ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রথম ভাষা-র পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর ১৯ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) দ্বিতীয় ভাষা , ২০ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভূগোল, ২২ ফেবুয়ারি (শনিবার) ইতিহাসউ, ২৪ ফ্রেবুয়ারি (সোমবার) অঙ্ক , ২৫ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) ভৌত বিজ্ঞান, ২৬ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) জীবন বিজ্ঞান, ২৭ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা

মৃত্যুপুরীতে এ যেন স্বর্গরাজ্য যেখানে করোনা দেয়নি হানা

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

করোনা আক্রমণে জর্জরিত গোটা বিশ্ব। ক্রমশই বাড়ছে মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা। সব দিকেই রয়েছে চাপা আতঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। ওয়ার্ল্ড-মিটার অনুযায়ী করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বের ২০৭টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস মহামারী কোনও দেশকে স্বস্তিকে থাকতে দিচ্ছে না। ভয় আর আতঙ্ক গ্রাস করেছে মানবজাতিকে।

তবু যে শহরে করোনা দেয়নি হানা- স্পেনের দক্ষিণাংশের জাহারা দে লা সিয়েরা। শহরটি প্রায় দুর্গের মতো। এর ভৌগোলিক অবস্থান নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পক্ষে প্রাকৃতিকভাবেই সুবিধাজনক। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট বাড়ির মাধে নির্দিষ্ট দূরত্ব। নীচে নামলেই নীলচে হ্রদ। বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র ১৪০০। এই শহর নিজেই যেন একটা পৃথিবী। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পাঁচটি প্রবেশদ্বার রয়েছে জাহারা শহরে। মৃত্যুপুরীতে এ যেন একটুকরো স্বর্গরাজ্য। কোনও আতঙ্ক নেই, দুশ্চিন্তা নেই। সবাই এখানে নিরাপদ। জীবন যে পথে চলছিল, সে পথেই চলছে আজও। মহামারি করোনা ভাইরাস গোটা দেশকে ছারখার করে দিলেও স্পেনের এই শহরকে ছুঁতে পর্যন্ত পারেনি। পাহাড় ঘেরা ছবির মতো সুন্দর স্পেনের এই জাহারা দে লা সিয়েরা শহরটি দুর্যোগের মাঝেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইছে, আমি অমর। এখানকার মেয়র সান্টিয়াগো গ্যালোইস ১৪ মার্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি এই শহরের পাঁচটি প্রবেশ পথ বন্ধ করবেন। সেদিনই প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে প্রশাসনিক তৎপরতায় শহরের প্রতিটি বাড়িতে প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়ার জন্য দু'জন নারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে মানুষ আর রাস্তায় অযথা ভিড় করছে না। শহরের মোট পাঁচটি প্রবেশ বেরনোর রাস্তার মধ্যে চারটি পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি মাত্র রাস্তায় কিছু নির্দিষ্ট লোককে রাখা হয়েছে, যাঁরা বাইরে থেকে কোনও যানবাহন এলে, শহরে সেটি ঢোকানোর আগে জীবাণুমুক্ত করার সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। সমস্ত ট্রেন জল এবং ব্লিচিং স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করে তারপরে যানবাহনটি সাবান জলে ভরা একটি জায়গার মধ্যে দিয়ে পাঠানো শহরের ভিতরে। খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ভর্তি গাড়ি ছাড়া শহরে কোনও কিছুই ঢুকতে দেওযা হচ্ছে না। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার দশ সদস্যের একটি দল শহরজুড়ে স্যানিটাইজেশনের কাজ করছে। এছাড়াও পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর অবস্থার আঁচ পড়েনি ১৮টি দেশে। এগুলির বেশির বাগই বিচ্ছিন্ন দ্বীপরাষ্ট্র। করোনামুক্ত দেশগুলো হল কমোরোস, কিরিবাতি, লেসোথো, মার্শাল আইল্যান্ডস, মাইক্রোনেশিয়া, নাউরু, উত্তর কোরিয়া, পালাউ, সামোয়া, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিনসিপ, সলোমোন আইল্যান্ডস, দক্ষিণ সুদান, তাজিকিস্তান, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, ভানুয়াতু ও ইয়েমেন।

যে দেশে করোনা দেয়নি হানা- ভানুয়াতু ঃ প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত বানুয়াতুর পূর্বে অস্ট্রেলিয়া। উত্তর-পূর্ব নিউ ক্যালিডেনিয়া, পশ্চিমে ফিজি এবং উত্তরে সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ। মাত্র ২ লাখের মতো জনসংখ্যা আধ্যুষিত ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশটির অধিবাসীরা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী আমেরিকা ও ব্রিটিশদের পেছনে ফেলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষের খেতাব পেয়েছে। এটি হেপিয়েস্ট প্লেস ইন দ্য আর্থ। নিউ ইকোনমিকস ফাউন্ডেশন (এনইএফ) পরিচালিত 'হ্যাপি প্ল্যানেট ইনডেক্স' অনুযায়ী এটি বিশ্বের সবযেছে সুখী রাষ্ট্র। দেশটির নাগরিকদের বাড়িতে থাকতে বাধ্য করতে রাত ন'টা থেকে ভোর টারটা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে। কারফিউ জারির আগেই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় সব হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। রাজধানী পোর্ট ভিলার মূল সড়কের আশপাশে থাকা সব দোকান ব্যাঙ্ক ও রেস্টুরেন্টের বাইরেই হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের বেশিরভাগই একটি প্লাস্টিকের পাত্র ও ট্যাপ স্থাপন করেছে। জরুরি অবস্থার নিয়ম অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানকেই নিজেদের খরচে হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভানায়াতুল পার্লামেন্টে সাবেক সদস্য কালফাও মোলি। অভ্যন্তরীণ সব ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে সর্বশেষ ফ্লাইট ধরে তিনি নিজেব দ্বীপ মোলি থেকে পোর্ট ভিলায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, এখজন বাবা ও এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। ভাইরাস ঠেকানোর মতো স্থাপনা আমাদের নেই। তিনি বলেন, 'আমাদের হাত ধোয়ার মতো জলও নেই। মালোর পূর্বাঞ্চলে আমরা জল কোথায় পাবো বলেন? অথবা তান্নার সাদা বালুকাভূমিতে?' করোনা ভাইরাস নিয়ে দেশটির সরকারের উপদেষ্টা দলের মুখপাত্র রাসের টামাটা অবশ্য মনে করেন, ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা জানি ভাইরাসটি কীভাবে বিস্তৃত হচ্ছে আর আমরা যখন আমাদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির দিকে তাকাই তখন দেখা যায় এগুলো ভাইরাসটি ছড়ানোর পক্ষে নয়। চলে এলে বিপর্যয় ঘটাবে। এ কারণে আমাদের সীমান্ত নিয়ে কঠোর হতে হবে। আমাদের আশঙ্কা, ভানুয়াতুতে ঢুকে পড়লে ভাইরাসটি দ্রুত ছড়াবে আর সাধারণভাবে আমাদের সেটি মোকাবিলার মতো যথাযথ সম্পদ ও ব্যবস্থা নেই। সামান্য বুল আমাদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে দেশটির মূল হাসপাতাল হলো ভিলা সেন্ট্রাল হাসপাতাল। এর যক্ষ্মা ওয়ার্ডটিকে আইসোলেশন ইউনিট হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। তারপরও সেখানে মাত্র ২০টি শয্যা প্রস্তুত করা যাবে। রাসেল টামাটা বলেন, 'কোনও রোগী যদি জলিতার পর্যায়ে যায় তাহলে আমাদের পুরো দেশে মাত্র দু'টি ভেন্টিলেটর আছে'। তিনি বলেন, 'আমাদের মাত্র ৬০ জন চিকিৎসক। আবার তাদের বেশির ভাগই নতুন স্নাতক। তবুও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে আশাবাদী সরকারি উপদেষ্টা দলের মুখপাত্র রাসেল টামাটা। তিনি বলেন, 'কোভিড-১৯ কে আমরা হুমকি হিসেবে দেখছি কিন্তু এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদও। আমরা বহুদিন ধরেই সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলে আসছি আর এখন মানুষ এর গুরুত্ব দেখতে পারছেন। আমরা আমাদের আইনের ফাঁকগুলো বুঝতে পারছি। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য এবং অভিবাসন আইনের ত্রুটিগুলি বোঝা যাচ্ছে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণেও আমাদের পরিপক্কতা এসেছে..... কোভিড-১৯ যতদিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় থাকবে, ততদিন এটা ভানুয়াতুর জন্য হুমকি, কিন্তু আমরা প্রস্তুত।'

> সময়মতো উচিত সিদ্ধান্ত নিয়েই এই ছোট্ট দেশগুলো বড়দের শিখিয়ে দিল। ছোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সঠিক সময়ে কাজ করলে শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, রুখে দেওয়া সম্ভব।

জেনাভা ঃ নিশ্চিন্তের জীবন। পদে পদে তাড়া করছে না করোনা আতঙ্ক। বরং সংবাদে উঠে আসা অন্যান্য দেশে চলতে থাকা মৃত্যুমিছিল থেকে অনেক দূরে গুটিকয়েক দেশ রয়েছে। এসব জায়গায় ঢুকতে পারেনি করোনা ভাইরাস।

কোমারাস ঃ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত কতগুলি দ্বীপ নিয়ে গঠিত দ্বীপপুঞ্জ কোমোরোস। আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত এই দ্বীপদেশ।

গিবিবাটি ঃ বিষুবরেখার নিকটে ৩৩টি প্রবাল দ্বীপ নিয়ে তৈরি কিরিবাটি। এরই অন্যতম কিরিটিমাটি দ্বীপ বা ক্রিসমাস আইল্যান্ডেই ইংরাজি মাসের ১ জানয়ারি পালিত হয়। ওশেনিয়া মহাদেশের অন্তর্গত এই দেশ।

লেসোথো ঃ আফ্রিকার অন্তর্গত দক্ষিণ আফ্রিকার কিটে রয়েছে লেসোথো। পুরোপুরি স্থালভাগ বেষ্টিত এই দেশের কোনও করোনা সংক্রমণ রিপোর্ট মেলেনি।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। এটি ওয়েশিযা অঞ্চলে অবস্থিত।

মাইক্রোনেশিয়া ঃ ওয়েনিয়ার অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলে প্রায় ২১০০ দ্বীপ রয়েথেছ, সর্বমোট আয়তন প্রায় ২৭০০ বর্গ কিলোমিটার। এর বিভিন্ন ছোটবড় দ্বীপে নেই করোনা আতঙ্ক।

নাউরু ঃ মাত্র ২১ বর্গ কিলোমিটার আয়াতন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপরাষ্ট্র। এখানেও ঢোকেনি করোনা ভাইরাস।

পালউ ঃ ওশেনিয়ার অন্তর্গত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের প্রজাতিন্ত্রিক দ্বীপরাষ্ট্র পালাউ। প্রায় ২০০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। পালাউ বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত।

সামোয়া ঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র। প্রায় ৪৮০ কিমি দীর্ঘ সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের অংশ।

সাও টোমে ঃ আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত। এই দেশে নেই করোনা আতঙ্ক।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। এটি ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত।

তাজিকিস্তান ঃ চিন থেকে ছড়িয়েছে করোনা। সেই করোনা বিপদ সীমায় কেথেও ভাইরাস সংক্রমণের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাজিকিস্তান। মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত দেশ।

টোঙ্গা ঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবসথিত দ্বীপরাষ্ট্র। কিন্তু রাজতন্ত্র পরিচালিত।

তুর্কমেনিস্তান ঃ মধ্য এশিয়ার দেশ। বিস্তৃত ঘাসজমি ও কঠিন জীবন এই দেশে।

টুভালু ঃ ওশেনিয়ার অন্তর্গত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ। ছোট্ট দেশটি কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত। এখানেও নেই করোনা আতঙ্ক।

সময়মতো উচিত সিদ্ধান্ত নিয়েই এই ছোট্ট দেশগুলো বড়দের শিখিয়ে দিল। ছোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সঠিক সময়ে কাজ করলে শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, রুখে দেওয়া সম্ভব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমাদের করোনা, ওদের করোনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

প্রথমেই বলা দরকার, এখানে আমরা মানে ভারতের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাঁদের জীবনটা চলে অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনের গাড়ির মতো মসৃণভাবে। আমাদের হঠাৎ একদিন রাতে নোট বাতিল হলেও কিছু যায় আসে না। চার ঘণ্টার নোটিশে লকডাউন হলেও ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু এই আমাদের বাইরে একটা ভারতবর্ষ আছে, যেটা ওদের। তাদের যারা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমাদের বাড়ির জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যারা মিড ডে মিলের রান্না করছে রোজ, আপনার স্বপ্নের নতুন বাড়িটার ইঁট গাঁথছে যে রাজমিস্ত্রিটা, যাদের প্রতিদিনের রক্তজল করা পরিশ্রম আমরা কিনতে চাই টাকার দামে। স্মার্ট সিটিগুলো যাদের হাতে গড়ে উঠছে, সেই তাদের ভারত। যে ভারতের ৯৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত। যাদের মাস গেলে ন্যূনতম বেতন নেই। নেই চাকরির নিরাপত্তা, ওভার টাইমের বাড়তি মজুরি। সরকারের ধার্য করা ছুটি নেই, বোনাস নেই, ইনক্রিমেন্ট নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, প্রমোশন নেই ---সেই নেই রাজ্যের নৈরাজ্যের ভারত। যে ভারতে লকডাউন চলাকালে অনাহারে মারা যায় ১১ বছরের শিশু, রাস্তায় স্রোত নামে পরিযায়ী শ্রকিদের, অর্ধাহাবে, অন্যহারে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে মৃতের সংখ্যা, করোনার আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার মতোই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে, সেই ভারত। এদের লকডাউনের প্রভাব নিয়ে কাজ করছেন বহু অর্থনীতিবিদ। তাঁদের পেশ করা হিসেবে, থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান গ্রামীণ ভারতে আর্থিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল ১০ শতাংশ মানুষের গড়ে মাসিক ব্যয় করার ক্ষমতা কমবেশি সাড়ে সাতশো টাকা। শহরে সেটাই প্রায় হাজার টাকা। আর্থিকভাবে দুর্বল এই গোষ্ঠীর মাসিক ব্যয়ের ষাট শতাংশ চলে যায় খাদ্যদ্রব্যে। অর্থাৎ এই মানুষগুলোর প্রতিদিন খাদ্যের পিছনে গড় ব্যয় ক্ষমতা গ্রামে ষোল টাকা, শহরে একুশ টাকা। আচ্ছা, এটা প্রশ্ন করি, কোয়ারেন্টাইনের দমবন্ধ। বোরিং জীবনে একটু থ্রিল আনতে আপনারা যে ডালগোনা কফি করে তার ছবি দিয়ে সমাজ মাধ্যমে ভরিয়ে তুলছেন, তার মাথাপিছু এক গ্লাসের কত পড়ছে, ষোলা না একুশ? একবার হিসেব করে দেখতে পারেন। যে দেশ শতাংশ মানুষের কথা হচ্ছিল তাদের সংখ্যা ১৩ কোটি। ওদের মধ্যে যদি এক শতাংশকে ধরে নিই যে বর্তমানে অর্ধাহারে, অনাহারে ভুগছে, তাহলে তাদের সংখ্যাটা ১৩ লক্ষ। মনে রাখা দরকার এই মুহূর্তে ভারতে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। মৃত প্রায় সাড়ে আটশো ছাড়িয়ে গেছে। টিভির পর্দায় মুম্বাইয়ে বান্দ্রীয় বা সাধের গুজরাত মডেলের সুরাটে লকডাউনের মধ্যেই হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের বিক্ষোভের ছবি দেখে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন নিয়ে লম্বা চওড়া থিসিস নামানোর আদে দায় করে একটা সহজ ঐকিক নিয়ম করে দেখুন। সরকারি তথ্য বলছে গ্রামীণ ভারতে পরিবার পিছু মাসিক উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ সাড়ে চৌদ্দশ টাকা। তা হলে গড়ে চার জনের পরিবারের এই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে ঠিক কতদিন পেট চলতে পারে? যাদের বেতনের নিরাপত্তা আছে, শ্রম আইনে বোনাস আছে, প্রভিডেন্ট পান্ড আছে, তাদের কাছে এই অঙ্ক কঠিন মনে হতে পারে। লকডাউনের অভুতপূর্ব পরিস্থিতিতে বহু অর্থনীতিবিদ সরকারের জনকল্যাণকামী ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। অমর্ত্য সেন জোর দিয়েছেন পারস্পরিক সহায়তার উপর। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, টাকা ছেপে মানুষের হাতে তুলে দিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের কাছে দেশের ৮০ শতাংশ পরিবারে কমপক্ষে দু'মাসের জন্য মাসিক সাত হাজার টাকা ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্টের দাবি করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনৈতিকবিদ প্রভাত পট্টানায়ক হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্টের জন্য সরকারের আনুমানিক খরচ হবে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা যদি এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত সমস্ত নগদ দেওয়ার স্কিমকে মুক্ত করি, তবে সেটা দাঁড়ায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ১০ শতাংশেরও কম। এখন কথা হচ্ছে টাকা তো আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নয় যে, প্রয়োজন না থাকলেও ১০০ শতাংশ জোগান থাকবে। টাকার জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা, ভাষণ নয়। টাকার জন্য চাই পলিসি মেকিংয়ের অগ্রাধিকার। দেখা যাচ্ছে যে করোনা 'রকোপে সরকার ইতিমধ্যে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এবার সেই খরচকে দ্বিগুণ করতে, সরকারি পণ্য সরবরাহে এবং মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে আনুমানিক খরচ হতে পারে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। এখন ক্রেজিট সুইসের হিসেবে ভারতের মোট সম্পদ ৮৮২ লক্ষ কোটি টাকা। আবার অক্সফ্যামের চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট সম্পদের ৭৫ শতাংশ রয়েছে দেশের ধনীতম ১০ শতাংশ ব্যক্তির কাচে। এখন এই ধনীতম ১০ শতাংশ ব্যক্তির সম্পদের উপর সরকার যদি আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ কর বহাল করে, তাহলে সরকারের কোষাগারে আসতে পারে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থ ব্যবস্থা আবার সচল করতে, ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্ট চালু করতে, রাজ্য সরকারগুলির অর্থ রবাদ্দা করতে যা যথেষ্ট। অর্থাৎ দেশের ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষের উপর মাত্র ২ শতাংশ কর বহাল করলেই দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের মুশকিল আসান হতে পারে। কিন্তু, সরকার কোন

পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? ব্যয়, সংকোচন নীতিতে ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষের, কারও বেতন কেটে, কারও বোনাস আটকে, কারও ফিক্সড ডিপোজিট, কারও পিএফ-এর সুদের হার কমিয়ে, কারও পেনশন আটকে অর্থনীতি সামাল দেওয়া চেষ্টা করবেন, নাকি, ধনীতম ১০ শতাংশের উপর ২ শতাংশ কর বসিয়ে বাকিদের উদ্ধার করবেন। এখানে প্রশ্ন থাকবে, আপনি কোনটা চাইবেন? সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করবে, ১০ শতাংশের , নাকি বাকি ৯০ শতাংশের? আমাদের দেশজ সংস্কৃতি কিন্তু বলে সরকার ওই ১০ শতাংশের স্বার্থ রক্ষা করতে উদগ্রীব এখন। যে কেন্দ্রীয় সরকারকে, পড়ুন পার্টিকে, ভোট জিততে ১০০ কোটি টাকা খরচ করেছে ওই মুষ্টিমেয় ১০ শতাংশ, তাদের এই দুর্দিনে না দেখলে চলে? আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, সেকি আমরা যে রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট দিলাম তার কোনও দাম নেই? আজ্ঞে না, নেই। আমার আপনার ভোটে সরকার বদলায় না, ওটা একটা লোক দেখানো খেলা। আসল হল ভোটে কে কত টাকা ইনভেস্ট করল। যার ইনভেস্টমেন্ট যত বেশি তার জয়ের অঙ্কের থলে তত ভারী। এই সবই গণতন্ত্রের যাকে বলে 'ক্যাসকেডিং এফেক্ট'। যেমন করোনার 'ক্যাসকেডিং এফেক্ট' লকডাউনে। এই লকডাউন না হলে আপনি কি জানতে পারতেন যে ডালগোনা কফি বলে একরমের কফি আছে, কোয়ারেন্টাইন বলে একটা সুন্দর ইতালীয় ইংরেজি কথা আছে বা আমাদের পোড়া দেশে হোয়াইট হাউসের 'রিট্যালিয়েশন'-এর সম্ভাবনা রয়েছে? তবে এসব হল আমাদের ওপর করোনা ক্যাসকেডিং। আর ওদের ওপর? ভাবুন, ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। ভাবলে বুঝতে পারবেন, করোনা ধনী, দরিদ্রের ফারাক করে না কথাটা কতটা ভুল। করোনাতেও অসাম্যে সমাজতন্ত্রী হতে হয় না। চোখ, কান খোলা রাখালেই বোঝা যায়। অবশ্য সেটা খোলা রাখাবেন কিনা, সে সিদ্ধান্তে একান্ত ব্যক্তিগত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলায় সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

তামিলনাড়ু থেকে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল ডায়মন্ড হারবারের যুবক

ডায়মন্ড হারবার, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): মনের জোর আর অদম্য সাহসের উপরে ভরসা করে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে সুদুর তামিলনাড়ু থেকে ডায়মন্ড হারবারের গ্রামের বাড়িতে ফিরল এক যুবক। বুধবার সকালে ডায়মন্ডহারবার -২ ব্লকের সিমলা গ্রামের বাড়িতে আতিবুল শাহ নামে বছর তেইশের ঐ যুবক বাড়িতে ফেরে। ভিন রাজ্য থেকে বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে আসায় খুশি পরিবারের সদস্যরা। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক বিগত পাঁচ বছর ধরে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও চেন্নাই সহ বিভিন্ন রাজ্যে কোন নতুন সরকারি বা বেসরকারি ভবনে এসি মেশিন বসানো জন্য ঠিকাদের অধীনে কাজে করছেন। সেখানে গিয়ে মাস কয়েক করে থেকে আবার বাড়িই ফিরে আসতেন। এবারে লকডাউনের দিন পনের আগে আতিবুল তামিলনাড়ুতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে কাজ শুরু হয় নি। এরমধ্যেই লকডাউন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে যান।কয়েকদিনের মধ্যে তার কাছে থাকা টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায়।বাধ্য হয়েই দিন পনের আগে বাড়িতে ফোন করে টাকা চায় সে।গরীব পরিবার কোন মতে ধার দেনা করে ছেলের জন্য ৩ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওই যুবকের মাথায় এটাই ছিল যে ভাবেই হোক বাড়িই ফিরতে হবে। পরিবারের পাঠানো টাকা হাতে পাবার পরেই ওই টাকায় কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড সাইকেলে করে বাড়িই পথে রওনা দেয় সে। ফেরার সময় নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাকে।হাতে টাকা না থাকায় রাস্তার পাশের দোকানে খাবার চেয়ে খেয়েছেন। রাতে মন্দির বা ব্রিজের নিচে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছেন। রাস্তার পুলিশরাও খাবার কিনে দিয়ে বা টাকা দিয়ে সাহায্যে করেছে তাকে। এই ভাবে গত ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়েই সে বাড়ি ফিরেছে বুধবার। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় খুশি সকলে।ঐ যুবকের বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় তৃণমূল যুব নেতা মাহাবুবার গায়েন।যুবকের সাহসের প্রশংসা করে তার পরিবারের হাতে অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তৃণমূল নেতা মাহাবুবার গায়েন। এমনকি যুবকের সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি। ভিন রাজ্য থেকে ফেরায় ঐ যুবকের শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে।এরপর তাকে আগামী ১৪ দিন বাড়িতেই কোয়ারিন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে।

লকডাউন : নয়া শিক্ষা সূচি ঘোষণা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

গুয়াহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা রুখতে দীর্ঘ লকডাউনের বদৌলতে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের যাতে ক্ষতি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরন্তর চর্চা চলছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে জমায়েত রুখতে ১৫ মার্চ থেকে ১৫ দিনের জন্য গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ২৪ মার্চ মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে লকডাউন জারি হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নয়া শিক্ষা সূচি জারি করেছে।

বুধবার জারিকৃত নয়া শিক্ষা সূচি অনুযায়ী গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের সঙ্গে সংগতি রেখে আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে স্নাতক প্রথম যাণ্মাসিকের ভরতি প্রক্রিয়া। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে স্নাতক দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ যাণ্মাসিকের পরীক্ষা। এছাড়া সব ধরনের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা হবে ১৫ আগস্টের পর। কেবল তা-ই নয়, বিএড এমএড পরীক্ষাগুলো জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামুন এখনই স্বচ্ছ ভারত গড়ার সময়, নাম না করে বিজেপিকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): নাম না করে একাধিক বিষয়ে বুধবার নবান্ন থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কথায়, 'এই দুর্ভোগের দিনে যারা পলিটিকস করছে তারাই আসল সমস্যার। ' বুধবার নবান্নে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বিজেপির নাম না করে একের পর এক তাদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের জবাব দেন।

দুদিন আগে বাংলা হাসপাতালে এক করোনা আক্রান্ত রোগীর রিপোর্টে করোনা নেগেটিভ লিখে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। পরে যদিও ওই ব্যক্তি করনা আক্রান্ত জানতে পারায় তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ কিন্তু তারপরের দিনই মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তির। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বাঙুর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বাঙুর কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, 'ডাক্তাররা সারাদিন কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে তারাও মানুষ। তাদের লেখায় ভুল হতে পারে। যারা এটা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়াচ্ছেন তারা নিজেদের কাজ করে যান।' কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, 'যারা নিজের আয়নায় নিজের মুখ না দেখে অন্যের মুখ দেখছেন তারা কাজের কাজ কিছু পারেন না। আপনারা কি ডাক্তারদের মত চিকিৎসা করতে পারেন, তাহলে তাদের সমালোচনা করছেন কিভাবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেক নিউজ করে যাচ্ছে ঘরে বসে বসে'। অন্যদিকে, বেশশ কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে এক ব্যক্তি ভিডিওতে দেখাচ্ছেন বাংলা হাসপাতাল করোনা ওয়ার্ডে শয্যার ওপর প্রকাশ্যেই পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ। সেখানে কোন স্বাস্থ্যকর্মীর দেখা নেই। এই নিয়ে নিন্দার সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এই প্রসঙ্গে পাল্টা জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' মৃতদেহ নিয়ে কি করা হবে না হবে সে বিষয়ে বাঙ্গুর হাসপাতাল বুঝবে, ডাক্তার বুঝবে। তুমি কি কাঁধে করে নিয়ে যাবে নাকি'। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী সাফাই, 'ভুল করে বলেই তাদের ঠিক করতে হয়। ডাক্তাররাও মানুষ তারা ভুল করতেই পারেন।'

ফের বিজেপির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না পারলে সতর্ক করুন, সাহায্য করুন'। মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির উদ্দেশ্যে টিপ্পনি কেটে জানান, 'স্বচ্ছ ভারতের নেতারা এবার বেরোন। আমি দরকার হলে রাস্তায় বেরিয়ে ঝাড়ু দেব। ওদের বলুন ঝাড়ু দিতে। মামুন রাস্তায় জারদিন এখনই তো স্বচ্ছ ভারত গড়ার সময়। সবার পাশে থাকুন তাহলে বুঝবো সাচ্চা দল আপনারা।' মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, 'ভালো কথা কখনো বলেন না। সব সময় চিরতার জল খাওয়াবেন খালি।'

হাওড়া টিকিয়াপাড়া দিয়েও এদিন সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির উদ্দেশ্যে নাম না করে ফের তার একবার অভিযোগ, 'শকুনের মতো বসে আছে কিছু দল। কখন মৃতদেহ আসবে আর কুরে কুরে খাবে। বাংলাকে ধ্বংস করবেন না বাংলাকে সৃষ্টি করুন।' মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে জানান, 'আপনারা কিছুক্ষণের জন্য কিছু মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন। সব সময়ের জন্য সব মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না। তাই কোনো নির্বাচন নেই যে আজ থেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন।'

চালকের সংক্রমণে বন্ধ আলিপুর আদালতের বিচার

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : এক গাড়ির চালকের দেহে করোনা ভাইরাস মেলায় আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল আলিপুর আদালতের সমস্ত কাজ। লকডাউনের মাঝেও বিচারপ্রক্রিয়া চলছিল আলিপুর জজ কোর্টে। বেশিরভাগ কাজই চলত ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ে। তবে কিছু কাজ আদালতে এসেই কয়েকজনকে করতে হত। সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছিল সমস্ত কাজ। কিন্তু এবার তা থমকে গেল।

সূত্রের খবর, আক্রান্ত চালকের গাড়িতে যাতায়াত করতেন আদালতের একাধিক কর্মী। ফলে তাঁদেরও সংক্রমিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেইজন্যই এদিন বাধ্য হয়েই আদালত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে ওই চালক কিভাবে সংক্রমিত হয়েছেন, সেটা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আর কাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, সেই বিষয়েও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

অসমের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল বলিউড অভিনেতা প্রয়াত ইরফান খানের

গুয়াহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেছিলেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ইরফান খান। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণে গোটা বিশ্বে অভিনয় জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই অভিনেতা ইরফানের সঙ্গে অসমেরও ছিল এক যোগাসূত্র।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন ইৰফান। এর পাশাপাশি অসমের প্রখ্যাত সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত উপন্যাস 'মৃত্যুঞ্জয়' নিয়ে নির্মিত একটি হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন দক্ষ অভিনেতা ইরফান খান। চারুকমল হাজরিকা নির্মিত 'মৃত্যুঞ্জয়'-এ অসমিয়া 'ধনপুর'-এ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ওই সিরিয়ালে ইরফান ছাড়াও মুখ্য চরিত্র 'গোসাঁই'-এৰ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'রামায়ণ'-এর রাম অর্থাৎ অরুণ গোভিল। সিরিয়ালে নয়নমণি বরুয়া সংগীত পরিচালনা করেছিলেন।

নিউরো অ্যান্ডোক্রাইন নামের এক দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ইরফান সিনেমা জগত থেকে দুরে সরে ছিলেন। লন্ডনে গিয়ে তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এর পর সুস্থ হয়ে ভারতে এসে 'অংগ্রেজি মিডিয়াম' ছবির হাত ধরে তিনি আবার সিনেমা জগতে ফিরেও এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ফেরা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গোটা বলিউডকে, তাঁর অসংখ্য ফ্যানকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি অকালে অন্য দুনিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন আজ সকালে।

অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোনের 'পিকু', 'লাইফ অব পাই' থেকে শুরু করে 'লাঞ্চবক্স', 'পান সিং তোমর'-এর মতো বহু জনপ্রিয় ছবিতে তিনি অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। তাঁর হাত ধরে বহু নতুন অভিনেতার সৃষ্টি হয়েছে। বহুদিন ধরে তিনি পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত দুদিন আগে তাঁর মৃত্যুবিয়োগ হয়েছে।

করোনা রোগীদের দেখভালের জন্য সাহায্য নেওয়া হবে রোবটের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীদের দেখভালের জন্য ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তায় জন্য হসপিটাল কেয়ার অ্যাসিস্টিভ রোবটিক্স ডিভাইসের ব্যবহার করা হবে। যে ঝুঁকি নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিনিয়ত করোনা রোগীদের দেখভাল করে চলে।সেই ঝুঁকি থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের রক্ষা করবে এই প্রযুক্তি। দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সি এস আই আরের পরীক্ষাগারে এটি তৈরি করা হয়েছে।স্বয়ংক্রিয় এবং মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুই ভাবেই এটি কাজ করতে পারে।স্টেট অফ আর্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়েছে। হসপিটাল কেয়ার অ্যাসিস্টিভ রোবটিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে রোগীদের খাবার দেওয়া, নমুনা সংগ্রহ করা, ওষুধ খাওয়ানো কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। সংস্থার তরফ থেকে হরিশ হিরানি জানিয়েছেন যে করোনা রোগীদের সেবা করে যাওয়া চিকিৎসক ও কর্মীদের জন্য এটি সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। হিন্দুস্তান সমাচার / শুভঙ্কর

করিমগঞ্জে রামশীলা পূজন ও করসেবার স্মৃতি রোমন্থন রথীন্দ্র অধ্যাপকের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : রামমন্দির আন্দলোনের ফলস্বরূপ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা জেলা করিমগঞ্জে ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক সুনামি এসেছিল। বিজেপির জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মৃতি ভবনে বুধবার ফেসবুক লাইভে এমন কথাই শুনালেন রামমন্দির আন্দলোনে বরাক উপত্যকার অন্যতম সেনানী তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্তীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি রথীন্দ্র অধ্যাপক।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে রথীন্দ্র অধ্যাপক বলেন, ১৯৮৩ সালে একাত্মতা রথযাত্রা শুরু হয়। এই রথ দেশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব, পূর্ব থেকে পশ্চিম, দক্ষিণ থেকে উত্তর ও উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে যাত্রা করেছিল। সমগ্র দেশ এই একাত্মতা রথযাত্রায় শামিল হয়েছিল। ভারতমাতার প্রতিকৃতি নিয়ে রথ ত্রিপুরা থেকে করিমগঞ্জ হয়ে গুয়াহাটি গিয়েছিল। শ্রীভূমি জেলা অর্থাৎ করিমগঞ্জ জেলায় এই রথের নাম দেওয়া হয়েছিল 'তীর্থমুখ' রথ। করিমগঞ্জ শহরের সরকারি স্কুলের খেলার মাঠে একাত্মতা রথযাত্রার আগমন উপলক্ষ্যে এক বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেদিনের রথযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানকে ঘিরে করিমগঞ্জ শহরে যে জনসমাগম হয়েছিল, তা আজও করিমগঞ্জে এক ইতিহাস হয়ে রয়েছে। রথযাত্রাকে ঘিরে করিমগঞ্জ জেলাবাসীর মনে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও এক স্বপ্ন মনে হয়।

অধ্যাপক বলেন, করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি, দুল্লভছড়া, রামকৃষ্ণনগর, বারইগ্রাম, নিলামবাজার, সুপ্রাকান্দি, বদরপুর ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে রামভক্ত জেলা সদরে জমায়েত হয়েছিলেন। বিশাল জনতার উপস্থিতিতে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর একাত্মতা রথ গুয়াহাটির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে এই রথ পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে পৌঁছোয়। সেখান থেকে পুনরায় এক শুভলগ্নে যাত্রা শুরু করে একাত্মতা রথ সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দিরে পৌঁছে। একাত্মতা রথযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল রামমন্দির, সোমনাথ মন্দির ও মথুরার কৃষ্ণমন্দির উদ্ধার করা।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্তীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি রথীন্দ্র অধ্যাপক আজকের ফেসবুক লাইভে করিমগঞ্জ জেলায় রামশীলা পূজন ও করসেবার অনেক স্মৃতি বিজড়িত কাহিনির রোমন্থন করেন। করিমগঞ্জের জনসাধারণ রামশীলা পূজনে যে সকল ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা স্মরণ করে অত্যন্ত আবেগিক হয়ে পড়েন বিশ্বহিন্দু পরিষদের বর্ষীয়ান কার্যকর্তা রথীন্দ্র অধ্যাপক। পরবর্তীতে রাম পাদুকা পূজন ও রামজ্যোতি যাত্রার কথাও উল্লেখ করেন রথীন্দ্রবাবু।

বলেন, ১৯৮৮ সালে রামজানকি রথযাত্রা সমগ্র দেশের সাথে করিমগঞ্জ জেলায়ও যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, তা করিমগঞ্জবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। দেশের এক প্রান্তিক জেলা থেকে ৪৫ জন করসেবক অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। করিমগঞ্জ জেলাবাসীর জন্য সেটা কম গর্বের বিষয় নয় বলেও দৃঢ়তার সঙ্গে আজকের ফেসবুক লাইভে উল্লেখ করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্তীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি রথীন্দ্র অধ্যাপক।

মেঘালয়ে আট কোভিড-আক্রান্তের নমুনা রিপোর্ট নেগেটিভ, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক

শিলং (মেঘালয়), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : মেঘালয়ের রাজধানী শিলং এবং নংপোতে অবস্থিত বেথানি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ডা. জনএল সাইলো রাইন্টাথিয়াং মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ এপ্রিল রাত ২:৩০ মিনিটে মারা গিয়েছেন। তার পর তাঁর ১৬ জন আত্মীয়স্বজনের শরীরেও কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। তাঁদের সবাইকে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা চালছিল। আজ তাঁদের মধ্যে ৮ জনের লালারসের নমুনা ফের পরীক্ষা করা হয়। বুধবার সকলেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। জানিয়েছেন মেঘালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী।

গতকালই স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক জানিয়েছিলেন, এ মুহূর্তে রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যাতে আর না ছড়ায় সেদিকে মনোনিবেশ করেছে তাঁদের সরকার। এক্ষেত্রে মেঘালয় সরকার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সাফল্যও পেয়েছে। গতকালই তিনি কোভিড আক্রান্ত ১১ জন ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানিয়েছিলেন। ১১ জনের মধ্যে ৩ জনের করোনা কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা চলছে। এবার বাকি আটজনের নমুনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে মেঘালয় সরকার।

মন্ত্রী হেক আরও জানান, ইতিমধ্যেই মেঘালয়ের ১,৩৮২ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১,২০২ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ১৬৮টির রিপোর্ট আসার অপেক্ষায়। এছাড়া অতিমারি কোভিড-১৯-এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে বর্তমানে মেঘালয় সরকারের কাছে ১ লক্ষ ৯২৬টি পার্সনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) কিট, ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮২৬ এন-৯৫ মাস্ক, ৫ লক্ষ ১০ হাজার তিন স্তরীয় মাস্ক এবং ৬,০৫০টি ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম (ভিটিএমএস) রয়েছে, জানান এএলহেক।

প্রসঙ্গক্রমে জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৬,৫০৭ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। ৩১২ জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে। হোম কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারীদের ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীর দল নিয়মিত দেখাশোনা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। এখন পর্যন্ত ১৫০টি বাড়িতে গিয়ে ডাক্তারের দল রোগীদের দেখে এসেছেন। রোগীদের দেখাশোনা করতে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা প্রশাসন ৪৮টিরও বেশি ডাক্তারের দল গঠন করে দিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

মথুরাপুরে করোনা আক্রান্ত রোগীর হদিস, এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করল প্রশাসন

মথুরাপুর, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনা সংক্রমণ ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে। আগেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মথুরাপুরকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে কোন সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই মথুরাপুর স্টেশান রোড সংলগ্ন এলাকার এক বাসিন্দার শরীরে করোনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তার লালারস পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর। আর এই খবর কানে আসতেই স্থানীয় প্রশাসন এলাকা সিল করে সেই এলাকায় স্যানিটাইজেশানের কাজ শুরু করেছে।

দিন তিনেক আগে করোনা উপসর্গ দেখা দেওয়ায় বছর বাহান্নর ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ভর্তি করে তার লালারসের নমুনা কলকাতায় টেস্টের জন্যপাঠানো হয়েছিল। সেখানে থেকে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ইতিমধ্যে ওই ব্যনক্তিকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই ব্যিক্তির সংগে সম্পর্কযুক্ত এমন ২৮ জনকে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মথুরাপুর থানার পুলিশ এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করেয দিয়েছে। গোটা এলাকায় চলছে স্যানিটিজেশনার কাজ। ওই এলাকার লোকেদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্যা একটি বিশেষ দল ও এলাকায় পৌঁছেছে। কোথা থেকে ওই ব্যাক্তি আক্রান্ত হলেন তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। আপাতত ওই এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

সমাজকে দিশা দেখাতে 'মাকাউট'-এর বিশেষ পোর্টাল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : 'শিল্পোদ্যোগী' শব্দটির সঙ্গে কম বেশি আমরা সকলেই পরিচিত। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে শব্দটির গুরুত্ব যেন বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। আমরা উপলব্ধি করতে পারছি অনেক বিপদের সময় আমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারে যে কোনও ধরণের শিল্পোদ্যোগ। অর্থাৎ ছোট ছোট সব ধরনের শিল্পই আমাদের অর্থনৈতিক ভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

শুধু তাই নয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাকাউট), ডব্লিউবি -র উপাচার্য অধ্যাপক ড় সৈকত মৈত্র বলেন, একটি শিল্পোদ্যোগ এক সঙ্গে অনেকগুলি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু এর জন্য চাই সঠিক পরামর্শ আর একটু সাহায্যের হাত। 'মাকাউট' যেহেতু শুধু পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, তাই এবারে সকলের জন্য বিশেষ ''শিল্পোদ্যোগী পোর্টাল'' করতে শুরু করেছে 'মাকাউট'।

অতি সম্প্রতি এক অনলাইন সভায় এ কথা জানান উপাচার্য। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে তৈরী হয়েছে একটি কমিটিও। সেই কমিটি এই পোর্টাল তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছেন। কি থাকবে ওই পোর্টালে? কমিটির এক সদস্য জানান, এই পোর্টাল আদতে একটি পাঠাগারের মত। অর্থাৎ যেখানে এক লহমায় শিল্পোদ্যোগী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জেনে নিতে পারবেন সমস্ত শিল্পদ্যগের খুঁটিনাটি। সেখানে থাকবে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে সফল হয় মানুষদের গল্প। যা থেকে শুধু অনুপ্রাণিত হওয়া নয়, আগামী দিনের রাস্তা চলার জন্য উপযুক্ত দিক নির্দেশ পেতে পারেন তাঁরা।

উপাচার্য জানান, যে খুব শিগগিরই এই পোর্টাল তৈরি হবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগী কার্যক্রম প্রদর্শন করা হবে। তার পাশাপাশি, উদ্যোক্তাদের সাফল্যের গল্প, স্টার্ট-আপ ক্রিয়াকলাপগুলির লিঙ্ক, আগত ওয়েবইনার, ব্লগ পোস্ট করা ইত্যাদি এই পোর্টালটি

ছয়ের পাতায়

বুধবার রাজভবনে উদ্যোগে ব্রজপুর এলাকায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

দিনমজুরদের খাবার ও মাস্ক-স্যানিটাইজার বিলি ক্যাটরিনার

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চলছে সারা দেশ জুড়ে লকডাউন। এই সময়ে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। এই অবস্থায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ ও দীনমজুরদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন তারকারা। এবারে মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, তিনি এই জেলার দীনমজুরদের জন্য খাবার ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার দায়িত্ব নিতে চলেছেন। ক্যাটরিনার নিজস্ব প্রসাধনীর ব্র্যান্ড রয়েছে। তার নাম কে বিউটি। সেই ব্র্যান্ডের তরফেই সাহায্য করার কথা বলেছেন ক্যাটরিনা। ডিহাত ফাউন্ডেশন নামক এক সংস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে কে বিউটি ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই বিষয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন অভিনেত্রী।

তিনি বলছেন, এই সংকটের পরিস্থিতিতে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কিছু মানুষের সংকট সীমাহীন ও কল্পনাতীত। কে বিউটি তাঁদের পাশেই দাঁড়াতে চায়। ডিহাত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জোট বেঁধে সাহায্য করতে পারায় তিনি গর্বিত বলেও জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামগ্রী যেমন ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি দেবেন তাঁরা। তবে এই প্রথম নয়। প্রধানমন্ত্রীর পিএমকেয়ারস তহবিলেও অর্থ অনুদান করেছিলেন ক্যাটরিনা।এই সংকটের পরিস্থিতি বলিউডের সেলেব্রিটিরা এগিয়ে আসছেন। করোনা চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল সহ আরও বেশ কিছু তহবিলে অক্ষয় কুমার মোট ২৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন গৌরী খানও। এই লকডাউনে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই খবর নিজেই জানিয়েছেন গৌরী।

মুম্বইয়ের গোরেগাঁও, করমালা চওল, ইন্দিরানগর, সান্তাক্রুজ, ভীমনগর, হনুমান নগর-সহ আরও বেশ কিছু এলাকার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। লকডাউনের জন্য বন্ধ বিনোদন জগতও। আর মুম্বইয়ের বিনোদন জগতেও এমন বহু শ্রমিক আছেন যাঁদের কপালে এখন ভাঁজ। মুম্বইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এমন ২৫ হাজার শ্রমিক পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন সলমন

বিজয় দিলেন ১ কোটি ৩০ লাখ

তিনি 'অর্জুন রেড্ডি' বিজয় দেবরাকোন্ডা। তেলুগু সিনেমার অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ তেলুগু চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সিনেমায় তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি স্থান করে নিয়েছে। ২০১৯ সালে ফোর্বস—এর 'থার্টি আন্ডার থার্টি'র তালিকায় নাম ছিল এই অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজকের। তাঁর প্রযোজনা কোম্পানি কিং অব দ্য হিল এন্টারটেইনমেন্ট ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশংসিত ছবি উপহার দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে। শুধু তা—ই নয়, ২০১৯ সালে দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে বেশি গুগোল করা মানুষটি ৩০ বছর বয়সী এই বিজয় দেবরাকোন্ডা।

সম্প্রতি বিজয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক লাইভ ভিডিও আলাপে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হায়দরাবাদ পুলিশকে, করোনা আর সাধারণ মানুষের মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানোর জন্য। এরপরই তিনি করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের লড়তে ১ কোটি ৩০ লাখ রুপি দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমরা যোদ্ধা। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আরও শক্ত হতে হবে। আমি শিগগিরই করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ১ কোটি ৩০ লাখ রুপি দিচ্ছি। আর এই কাজটি করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আসুন, আমরা কঠিন সময়ে সবাই সবার পাশে থাকি। ভালোবাসা আর সহানুভূতির বিশ্ব গড়ি।' অর্জুন নিজের ইনস্টাগ্রামে সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কোয়ারেন্টিনে সকালবেলা উঠে অর্জুন নিজের বিছানা নিজেই গোছান। এরপর ফ্রিজে পানি ভরে রাখেন। ময়লা ফেলেন। ভিডিও গেম খেলেন। বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখেন। আম দিয়ে আইসক্রিম বানান। সেটি নিয়ে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে বসেন। আর এই ভিডিওটি করেছেন বিজয়ের বাবা। বিজয় আবার দুলকার সালমানকে মনোনীত করেছে কোয়ারেন্টিনে সে সারা দিন কী করে, সেই ভিডিও প্রকাশ করার জন্য।

বিজয়কে সর্বশেষ দেখা গেছে 'ওয়ার্ল ফেমাস লাভার' ছবিতে। এখানে একজন প্রেমিক লেখকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তিনি। যার লেখা তিনটি গল্প দেখানো হয় সিনেমায়। এর ভেতর একটি আবার মূল চরিত্র গৌতমের নিজের জীবন। খুব তাড়াতাড়ি বলিউডের বড় পর্দায় অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। অনন্যা পাণ্ডেকে সঙ্গী করে। সিনেমার নাম 'ফাইটার'।

মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে একজোটে টেলি তারকাদের বার্তা

কলকাতা- গোটা দেশ জুড় চলছে লকডাউন। এই লকডাউনে ঘরবন্দি সকলেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে আগামী ৩ মে পর্যন্ত এই লকডাউন জারি থাকবে। আর এর মধ্যেই টেলি তারকারা এক হয়ে করোনার মোকাবিলায় সচেতনতার বার্তা দিলেন। একটি ভিডিওয় ধরা দিলেও, প্রত্যেকেই নিজের বাড়ি থেকে অংশ নিয়েছেন। আর এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন পরিচালক মৌমিতা চক্রবর্তী।

মৌমিতা বলছেন, এই লকডাউনে বাড়িতে থেকে সবাই করোনার বিরুদ্ধে লড়ছেন। বাড়িতে থাকলেও আমাদের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে বসেই কোনও সৃজনশীল কাজ করব না, এ আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই অভিনেতাদের নিয়ে একটি মিউজিক ভিডিও করার কথা মাথায় আসে।

এই ভিডিও বানানোর মবল উদ্দেশ্যই ছিল এই অসময়ে মানুষের মধ্যে একটু পজিটিভ ভাইব ছড়ানো। গানটিতে তেমন বার্তাই রয়েছে। এই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে বাংলা টেলিভিশনের তারকাদের। রয়েছেন রূপসা চক্রবর্তী, প্রিয়ম চক্রবর্তী, অমৃতা চক্রবর্তী, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা, বুলবুলি পাঁজা, তানিয়া কর, বনি মুখোপাধ্যায়, দিব্যা দাস, রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমাশ্রী দাস।

এছাড়াও এই মিউজিক ভিডিওয় অংশ নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের পুলিশ আধিকারিক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মৌমিতা বলছেন, উনি অসাধারণ পারফর্মেন্স করেছেন। ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রত্যেকেই খুব ভালো কাজ করেছেন। এছাড়া মিউজিক ভিডিওয় দেখা গিয়েছে শুভজিৎ কর, জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ সরকার, রাজীব বোস, গোপাল তালুকদার, জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরো ভিডিওয় ভয়েস ওভার দিয়েছেন মৌমিতা নিজে।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

অরিজিনাল নাচের কিছু স্টেপ এক রাখলেও, বাকিটা নিজের মতো করেই কোরিওগ্রাফ করেছেন মনামী ঘোষ। আর তা তাঁর ভক্তরা বেশ পছন্দও করেছেন। তবে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি নয়। মনামী বেছে নিয়েছেন একটি গোলাপি হলুদের শাড়ির আর ডিপ পার্পল রাফলড স্লিভ ব্লাউজ। গেঁদা ফুল গানে মনামীর কোমর দোলানোয় কুপোকাত তাঁর ভক্তরা। আর সব সময়ের মতোই তাঁকে দেখতেও সুন্দর লেগেছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়।

বাবা-মার জন্য চিন্তা হয়', লকডাউনে আটকে পড়ে জানালেন অঙ্কিতা

কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলো প্রথম দিকে বেশ ভালই লাগছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি গুয়াহাটিতে। সেখানে দেখা করতে এসে লকডাউন এর জন্য আটকে পড়লাম। তবে খারাপ লাগেনি। কারণ এখানকার জানলা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। আর এই বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখে মনে হয় যেন কোনও আঁকা ছবি।

বাড়িতে এই মুহূর্তে আমরা চারজন। পরিচারিকাদের বহুদিন আগেই আসতে না করে দিয়েছি। তাই চারজন পরস্পরের কাজে সাহায্য করে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। এছাড়া আমার বাকি সময় কাটে শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে গল্প করে, সিনেমা দেখে, ছবি এঁকে, খবর দেখে, গুগলে নানা অজানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে, এখানকার কুকুর ও বাঁদরদের খাইয়ে। তবে এখন একটু মন খারাপ করে। অনেকদিন হয়ে গেল নিজের বাবা-মাকে দেখিনি। মিস যেমন করি তেমনই এই অসময় ওদের জন্য খুব চিন্তা হয়। সকালে উঠে যখন জানলা দিয়ে জনমানবহীন রাস্তাটা দেখি, তখন সত্যি খুব কষ্ট হয়। গুয়াহাটির মানুষ ভীষণ দায়িত্বশীল।

লকডাউনকে গুরুত্ব দিয়ে এরা পালন করছে। তাই এই সময় রাস্তায় কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। লকডাউন এর জেরে বাজারে ভালো টাটকা ফলের বেশ ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে, এর থেকেও হাজারগুণ কষ্টে কত গরিব মানুষের দিন কাটছে। তারা সামান্য দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছেন কিনা সন্দেহ আছে তবে হ্যাঁ এই লকডাউন এর সময় একটা ভালো কাজ আমি করেছি। আমার ফেসবুকে এমন প্রচুর বিকৃত চিন্তা-ভাবনার মানুষকে আনফ্রেন্ড করেছি। তাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবী লোকজনও যেমন আছে তেমনই বহু তারকাও রয়েছেন। এমনিতেই খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তার উপর তাদের এই লেখাগুলি আমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছিল।

প্রথম সাক্ষাতে কাজলকে একদম পছন্দ ছিল না শাহরুখের

মুম্বই: বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হল শাহরুখ খান ও কাজল। এক সময়ে পর্দায় এই জুটির রোম্যান্স দেখার জন্য সিনেমা হল নিমেশে হাউসফুল করতেন দর্শকরা। তাঁদের রসায়ন ছিলই এমন। কিন্তু জানেন কি প্রথম সাক্ষাতে কাজলকে মোটেই পছন্দ হয়নি শাহরুখের।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, প্রথম দেখায় কাজলের অভিনয়, পেশাদারিত্ব নিয়ে ঠিক আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না শাহরুখ। এমনকী, এই নিয়ে আমির খানকে তিনি সাবধানও করেছিলেন। বলেছিলেন কাজলের জীবনে লক্ষ্যের অভাব রয়েছে এবং খুবই খারাপ অভিনেত্রী।

সাক্ষাৎকারে কিং খান বলেছেন, বাজিগরে যখন আমি কাজলের সঙ্গে কাজ করছি, তখন আমির ওঁর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি ওঁকে একটা মেসেজ করে বলেছিলাম, খুবই খারাপ। ওঁর কোনও লক্ষ্য নেই। তুমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ধারণা বদল হয়ে যায় শাহরুখের। কাজলের একটি দৃশ্য অনস্ক্রিন দেখেই আমিরকে সন্ধে বেলা ফোন করেন তিনি। ফোন করে বলেন, আমি জানি না কী বলব! কিন্তু পর্দায় অসাধারণ ও।তবে শুধু শাহরুখ নয়। কাজলেরও প্রথম দেখায় মোটেই আজকের কিং খানকে ভালো লাগেনি। তিনি বলছেন, আমার মনে আছে শাহরুখ ও অন্যান্য অভিনেতারা ছবির সেটে ছিল। আর আমি ওঁর মেক আপ আর্টিস্টের সঙ্গে মারাঠিতে বকবক করে যাচ্ছিলাম। আমার গলা শুনে ওরা ভাবছিল, এ আবার কী! শাহরুখ খুব গম্ভীর ছিল। কিন্তু আমি তো কথাই বলে চলেছিলাম। অবশেষে ও বলল, তুমি দয়া করে চুপ করবেচুপ করে যাও। আমার মনে হয় এভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

শাহরুখ বলছেন, এখনও আমায় কাজলকে এভাবেই চুপ বলতে হয়। কাজল টেকনিকার অভিনেতা নয়। ও একজন সৎ অভিনেতা। আর এটাই ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ। আমার মেয়ে অভিনেত্রী হতে চায়। এই গুণটা কাজলের থেকে ও শিখুক, আমি চাই।

বাজিগর সফল হওয়ার পরে আরও বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন শাহরুখ ও কাজল। দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে ছবি এর মধ্যে ঐতিহাসিক। এ ছাড়াও কুছ কুছ হোতা হ্যায়, কভি খুশি কভি ঘম ছবিতেও মুগ্ধ করেছিল ৯ এর দশকের এই জুটি। আজও সেই রসায়নের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর পরে আবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে মাই নেম ইজ খান, দিলওয়ালে-তে।

নাচের পাশাপাশি এই গুণটিও আছে মনামীর, ভাইরাল ভিডিও

কলকাতা- সারা দেশ জুড় চলছে লকডাউন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতেই সারা দেশ এখন স্তব্ধ। বন্ধ বিনোদন জগতও। তাই ঘরবন্দি তারকারাও। বাড়িতে থেকে নিজেদের ভালো লাগার কাজগুলিই তাঁরা করছেন। অভিনেত্রী মনামী ঘোষ প্রায়ই নাচের ভিডিও দিচ্ছেন। এবার গান গেয়ে ভিডিও পোস্ট করলেন অভিনেত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি মনামী নাচেও যে বেশ ভালোই পারদর্শী তা তাঁর ভক্তরা জানেন।

তাই লকডাউনের পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে নাচের ভিডিও পোস্ট করছেন। কিন্তু মনামী যে গানও গাইতে পারেন তা অনেকেরই অজানা ছিল। এবার ইনস্টাগ্রামে গান গেয়ে ভিডিও দিলেন তিনি। মনামী গাইলেন ম্যায় কোই অ্যায়সা গীত গাও কি আরজু জাগাউ। কালো শাড়ি আর কপালে টিপ পরে মনামীর এই ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হল। শ্যুটিংয়ের চাপে এমনিতে নিজের ভালোলাগার বিষয়গুলিতে সেভাবে সময় দেওয়া হয় না।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

আমরা কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করব না : পদ্মনাভ ৩

স্টাফ রিপোর্টার , কলকাতা : দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। এর জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ব্যাবসা, কলকারখানা বন্ধ। প্রত্যেক দিন হাজার হাজার কোটি টাকার খত হচ্ছে। ভারতের অর্থনীতি এমনিতেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, করোনার ধাক্কায় যে অবস্থা আরও খারাপ হবে তা বলাউ বাহুল্য। বেশি সমস্যায় পড়বে ছোট ব্যাবসায়ীরা। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দাওয়াই দিচ্ছেন। স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিন প্লে রাইটার তথা অভিনেতা পদ্মনাভ দাশগুপ্ত একটি ভালো উপায় বলেছেন।

তিনি তার সোশ্যাল মাধ্যমে লিখেছেন , 'আমার একটা প্রস্তাব আছে। আগামী এক বছর আমরা কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করব না। জামাকাপড় হাতিবাগান গড়িয়াহাট বা ভবানীপুরের দোকান থেকে কিনব। প্রসাধন থেকে শুরু করে মুদির যাবতীয় জিনিস ছোট ব্যবসায়ীদের থেকে কিনব। পৃথিবী জোড়া ব্র্যান্ড রা ঠিক সামলে নেবে কিন্তু আমার দেশের ছোট ব্যবসায়ীদের ভরসা আমরা। যদি সম্ভব হয় সমস্ত কেনাকাটার ক্ষেত্রে এই পাশে থাকা সম্ভব হয় তাহলে কিছুটা পাশে দাড়ানো যাবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেছেন , 'কিছু লোক শপিং মলে যাবেন তাদের আটকানোর ইচ্ছেও নেই। কিন্তু আমাদের মতো কিছু মানুষ যারা এখনো মনে করি আমাদের কিছু করার আছে , চেষ্টা করা যাক একটু।' আর্জি জানিয়েছেন, 'সবাই মিলে যদি এটা কিছুটা করা যায় অনেক মানুষ বেঁচে যাবেন।একটা ছোট দোকান থেকে জিনিস কিনলে একটা ছোট্ট মেয়ে হয়তো তার স্কুলটা যেতে পারবে, একজন বাবা তার পরিবারের জন্য একবেলার খাবার আনতে পারবেন। ভেবে দেখবেন যদি সম্ভব হয়।'

প্রসঙ্গত, শনিবার বাংলায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের পর নবান্নে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হবে দেশে। আমরাও সকলে সহমত হয়েছি। আমি আমার রাজ্যে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৩০ এপ্রিলের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে'। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'লকডাউন মানবিকভাবে করতে হবে। একসঙ্গে জমায়েত করতে বারণ করছি। ৩টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে"প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন, আগামী ২ সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে সকলে বাড়িতে থাকুন। দূরে থেকে বাজার করুন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত মুদির দোকান খোলা থাকবে। অনেকে বিস্কুট, পাঁউরুটি খান। বেকারি চালু করতে বলেছি। তবে প্রোটোকল লঙ্ঘন করা যাবে না। নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা নেব'।

চলতি বছর সংগীত জীবনের ২১ বছর পূর্ণ করছেন জয় সরকার

কলকাতা: যাঁরা আধুনিক বাংলা গান ভালোবাসেন তাঁরা বোধ হয় প্রত্যেকেই জয় সরকারকে স্বজন মনে করেন। সম্প্রতি এই শিল্পী নিজের সঙ্গীত জীবনের ২১ বছরে পা রেখেছেন। এই উপলক্ষ্যে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জয়কে। প্রীতি ও শুভেচ্ছায় অনেকেই হয়েছেন তাঁর সুরের সঙ্গী। শ্রাবণী সেন, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মনোময়, শ্রীজাত, শুভমিতা— কে নেই সেখানে!

শ্রাবণী সেনের কথায়, "জয়ের সঙ্গে বহু কাজ করেছি। আমাদের প্রথম অ্যালবাম 'ভালবাসা কারে কয়'-এ অসাধারণ কাজ করেছিল। গেয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম। এর পরেও আরও দু-তিনটে অ্যালবামে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। জয় আদ্যপান্ত ভাল মানুষ। ওঁর সঙ্গে ভবিষ্যতেও আরও কাজ করব।"

পড়ুন: বিদ্যাসাগর কার, এই নিয়েই কাড়াকাড়ি রাজ্য রাজনীতিতে

মনোময় ভট্টাচার্যের মতে, "জয় সঙ্গীত জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। জয়ের সঙ্গে কাজ করে স্বাধীনতা পাই। ও কখনো কিছু চাপিয়ে দেয় না। একজন কম্পোজার হিসেবে জয় আমাকে গান গাইবার উৎসাহ দেয় সব সময়।"

জয়ের সঙ্গীত জীবনের ২১ বছর প্রসঙ্গে কবি শ্রীজাত বলেন, "যাঁরা বাংলা গান ভালবাসেন— এ ঘটনা তাঁদের বাড়ির আপনজনের জন্মদিনের চেয়ে কম কিছু নয়। যাঁরা আজ বাংলা গানের শ্রোতা জয় তাঁদের সকলেরই বাড়ির লোক। আমি নিজেও জয়ের অন্ধ অনুরাগী। যখন ওকে চিনতাম না তখনও ওঁর গান আমাকে তারা করে বেরিয়েছে। ওঁর সুরের চলন, ভাবনার ধরণ আমাকে ভাবায়। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে গান লেখার সুবাদে জয়ের সঙ্গে বেশ কিছু কাজ করতে পেরেছি।"

হঠাৎ অসুস্থ ইরফান খান, ভর্তি করানো হল হাসপাতালে

হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলো অভিনেতা ইরফান খান কে। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, তাকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের আইসিইউতে অ্যাডমিট করা হয়েছে।

ইরফান খান কয়েক বছর আগেই নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার হঠাৎ তার শরীর দ্রুত খারাপ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লকডাউনের মাঝে ইরফানের পরিবারে শোকের ছায়া, শেষকৃত্যেও নেই অভিনেতা

মুম্বই: দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এরই মধ্যে খারাপ খবর। অভিনেতা ইরফান খানের পরিবারে শোকের ছায়া।

৯৫ বছর বয়সে চলে গেলেন ইরফান খানের সইদা বেগম। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শনিবার সকালে অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয় তার। তিনি থাকতেন রাজস্থানের জয়পুরের বেনিওয়াল কান্তা কৃষ্ণ কলোনিতে।

কিন্তু মায়ের মৃত্যু তে যেতে পারলেন না অভিনেতা ইরফান খান। ভিডিও কনফারেন্সে জানালেন শেষ শ্রদ্ধা। কারণ তিনি এই মুহূর্তে রয়েছেন মুম্বইতে। লকডাউনের জেরে মায়ের শেষকৃত্যেও যোগ দিতে পারবেন না ইরফান।

ইরফানের মা সইদা বেগম ছিলেন নবাব পরিবারের মেয়ে। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

সইদার তিন সন্তান, ইরফান, সলমন ও ইমরান। ইরফান খানের ভাই সলমন জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তাঁর মা। শনিবার সকালে আচমকা তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরিচালক সুজিত সরকারের সঙ্গে ইরফানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

কোয়ারেন্টাইনে গিটার বাজালেন পরমব্রত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিমি-রুক্মিণী

কলকাতা: টানা ২১ দিন ঘরবন্দি সকলেই। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত গোটা দেশ লকডাউন। গৃহবন্দি অবস্থায় নানা কাজের মাধ্যমে মানুষ সময় কাটাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মতো ঘরবন্দি রয়েছেন তারকারাও। এই অবস্থায় তারাও নিজেদের মতই সময় কাটাচ্ছেন। কেউ এই সময় ছবি আঁকছেন কেউ রান্না করছেন, কেউ বা গান-বাজনা করছেন। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় গিটার বাজিয়ে মুগ্ধ করলেন তার ভক্তদের।

পরমব্রত তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। পরমব্রত যে অভিনেতা এবং পরিচালক ছাড়াও একজন ভালো মিউজিশিয়ান, তা তাঁর ভক্তরা ভালোমতোই জানেন। আর কোয়ারেন্টাইনে সেই গুনেরই আরও একবার প্রদর্শন করলেন টলিউডের এই হার্টথ্রব। পরমব্রত এই ভিডিওতে খুব সুন্দর একটি লিড বাজিয়েছেন। সেই সুরেলা লিড শুনে প্রায় কুপোকাত তার ভক্তরা। এমনকি, পরমব্রতর এই গিটার বাজানোয় মুগ্ধ হয়েছেন টলি অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবং রুক্মিণী মৈত্রও।

ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে পরমব্রতর লিখেছেন, আগামী দিনে আরও এরকম শেয়ার করব যদি সবাই পচা টমেটোর বদলে উৎসাহ দেন। পরমব্রতর এই ভিডিও দেখে প্রশংসা করেছেন মিমি। তিনি লিখেছেন 'দারুণ'। উত্তরে পরমব্রত মজা করে লিখেছেন 'আহা আমার কি সৌভাগ্য'। অভিনেত্রী রুক্মিণীও পরমের এই প্রতিভা দেখে মুগ্ধ। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনে পরমব্রত যদি এরকম ভিডিও শেয়ার করতে থাকেন তাহলে তাদের তাঁর ভক্তদের ঘরবন্দি জীবন ভালোই কাটবে।

পরমব্রত যেরকম গিটার বাজাচ্ছেন। তেমনই ছবি এঁকে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। নুসরত যে এত ভালো ছবি আঁকেন তার ভক্তদের আগে জানা ছিল না। ঘরবন্দি অবস্থায় অনেকটা সময় পেয়ে সেই প্রতিভাকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন তিনি।

বুধবার আগরতলা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউনের জের, পালিত হয়নি পার্বত্য পরিষদের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারের নীতি নির্দেশিকা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে ফের আহ্বান জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা। এ প্রসঙ্গে গারলোসা বলেন, লকডাউনে সমস্যা হবে ঠিকই, তবু লকডাউনের বিধি মেনে চলতে হবে সবাইকে।

বুধবার ছিল পার্বত্য পরিষদের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। কিন্তু করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। এমন-কি ভারতেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চলছে। যার দরুন সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউন। তাই এ বছর উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়নি।

আজ বিকেলে পরিষদ সচিবালয়ের সিইএম কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই সঙ্কটময় মহূর্তে আমরা সবাই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। তবে ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে লড়াইয়ে যে ভাবে জেলার সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করা থেকে সিইএম রিলিফ ফান্ডে যে ভাবে সাহায্য প্রদান করেছে তার জন্য আজকের দিনে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। তিনি বলেন, আমরা এবার পার্বত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে না পারায় যে রকম দুঃখ অনুভব করছি, ঠিক সে ভাবে অতিমারি করোনা ভাইরাস যে ভাবে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের সংক্রমণে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিইএম বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ৬৯ বছরে পা দিয়েছে। আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরনো স্বশাসিত পরিষদ হচ্ছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ও ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালে ষষ্ঠ তফশিলির অধীনে এই স্বশাসিত পরিষদ গঠন হয়েছিল। তবে গত ৬৯ বছরে এই পাহাড়ি জেলায় তেমন উন্নয়ন হয়নি বলে মন্তব্য করে দেবোলাল গারলোসা বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বদান্যতায় আজ পাহাড়ি জেলায় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, বিজেপি পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতায় আসার পর লংকু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে এপিডিসিএল-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ পাবে পার্বত্য পরিষদ। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদে ১০০ কোটি টাকার রাজস্ব আসবে। দেবোলাল বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য পরিষদের নর্মাল সেক্টরের কর্মচারীদের ৯ মাসের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেন, শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে পার্বত্য পরিষদ। তিনি বলেন, জেলায় অনেক অবৈধ কাঠের মিল গড়ে উঠেছিল। পার্বত্য পরিষদ এ সব মিল বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ এই অবৈধ মিলগুলির জন্যই জেলার বনজ সম্পদ ধংস করা হচ্ছিল অবাধে। গাছ কেটে ফেলা হচ্ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছিল। যার দরুন পাহাড়ে জলের সমস্যা হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ধংসের ফলে জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে জলের সমস্যা সমাধানে সিগ্নেচার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রেটজলে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প তৈরি হবে। তিনি বলেন এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়ে গেলে হাফলং শহরে ৫০ শতাংশ জলের সমস্যা মিটে যাবে। জোরাই গ্রামেও জলের অন্য এক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জলের সমস্যা দূর করতে হাফলঙের পার্শবর্তী তপডিসায় একটি ড্যাম তৈরি করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানন সিইএম দেবোলাল গারলোসা। এদিন পার্বত্য পরিষদের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিইএম।

করোনা রোধে ট্রিপল এস নীতি নিল আহমেদাবাদ পৌরসভা

আহমেদাবাদ, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনার সংক্রমণ রোধ করতে ট্রিপল এস রণনীতি অবলম্বন করল আহমেদাবাদ পৌরসভা। এই ট্রিপল এস এর অর্থ হল সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক, সলামস বা শহরের বস্তি এলাকা, সুপার স্প্রেডার। প্রশাসনের অনুমান এই সুপার স্প্রেডার অর্থাৎ সবজি বিক্রেতা, দুগ্ধ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা, দোকানদার, পেট্রলপাম্প কর্মীর মধ্যে থেকে থাকে তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে হাজার জনকে সংক্রমিত করে দেবে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আহমেদাবাদ পৌরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত ১০ দিন ৭৭৯৩ জন সুপার স্প্রেডার এর পরীক্ষা করা হয়েছে। যার মধ্যে ১১৫ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে করোনা রোধ করার জন্য সবজি বিক্রেতাদের বিনামূল্যে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। পয়লা মে থেকে মাস্ক না পড়া দোকানদারদের পাঁচ হাজার টাকা, ফেরিওয়ালাদের দুই হাজার টাকা এবং সুপার মার্কেটদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

কুমলাই চা বাগানে শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মালবাজার, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানে শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার ঘটনাটি ঘটে।

মাল থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বহুরন বরাইক(৫৯)। তিনি বাগানেরই মুন্সি লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে বাগানের তিন নম্বর সেকশনের একটি গাছে স্থানীয়রা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের করা হয়েছে। মাল থানার পুলিশের তরফে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

রোনা মোকাবিলায় সাহায্য পাওয়া যাচ্ছেনা তৃণমূলের, মন্তব্য রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর থেকে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। তবে, করোনা আতঙ্কের মাঝে ফের বুধবার "করোনা মোকাবিলায় সাহায্য পাওয়া যাচ্ছেনা তৃণমূলের" টুইট করে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল আরও বলেন, " কোভিডে ১৯ টি যুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাহায্য পরামর্শ পাওয়া গেলেও টিএমসির সাহায্য পাওয়া যাচ্ছেনা। টিএমসির কাছে পৌঁছানোর কোনও ফল পাওয়া যায়নি। আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কল্যাণ সম্পর্কিত

প্রয়াত অভিনেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : অভিনেতা ইরফান খানের অকাল প্রয়াণে শোকাহত লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। পদ্মশ্রী প্রাপ্ত প্রয়াত অভিনেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের টুইট বার্তায় ওম বিড়লা লিখেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা পদ্মশ্রী ইরফান খানের মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছি। অভিনয় দক্ষতার জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।তার শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

উল্লেখ করা যেতে পারে দীর্ঘ রোগভোগের পর মাত্র ৫৩ বছর বয়সে বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইরফান খান। মুম্বইয়ের ভার্সভায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। স্লামডগ মিলিয়নিয়ার, নেমসেক, বিল্লু বারবার, আংরেজি মিডিয়াম, দ্য লাইফ অফ পাই সহ একাধিক চলচ্চিত্রে সাড়া জাগানো অভিনয়ের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের নতুন রেকর্ড, সাত হাজার ছাড়ালো

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৯।। বাংলাদেশে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। একদিনে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন ৬৪১ জন, এখন পর্যন্ত এটাই সর্বোচ্চ। এ নিয়ে করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়ালো। দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে সাত হাজার ১০৩ জনের। করোনায় গত ২৪ ঘণ্টায় আট জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা ১৬৩ জন। গত একদিনে সুস্থ হয়েছেন ১১ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ১৫০ জন।

বুধবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটে দেশের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনলাইনে প্রচারিত হয়। বুলেটিনে ভিডিও কনফারেন্সে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে চার হাজার ৭০৬টি। এই নমুনা সংগ্রহ আগের দিনের তুলনায় ৯ দশমিক ২১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, আগের দিনের কিছু নমুনাসহ মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে চার হাজার ৯৬৮টি, যা আগের দিনের তুলনায় ১৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ বেশি। এখন পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৬ হাজার ৭০১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় যে আট জন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিষয়ে অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, মারা যাওয়া আট জনের মধ্যে ছয় জন পুরুষ এবং দুই জন নারী। অবস্থানের ভিত্তিতে বিচার করলে ছয় জন ঢাকার ভেতরে, দুই জন ঢাকার বাইরে। বয়সের ভিত্তিতে বিচার করলে চার জনের বয়স ৬০ বছরের বেশি, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে দুই জন এবং ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে দুই জন রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে এসেছেন ১০৩ জন আর এখন পর্যন্ত আইসোলেশনে আছেন এক হাজার ৩৪০ জন। আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ৪৮ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ৮৩৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন দুই হাজার ৪১২ জন, আর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ১৩২ জন। সারাদেশে মোট ২ হাজার ৫৪৪ জন কোয়ারেন্টিনে আছেন। বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ দেশে শনাক্তের ৫৩তম দিন চলছে। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করা ১৬৩ জনের মধ্যে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগের। এই বিভাগে এখন পর্যন্ত ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে , বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে মারা যাওয়া সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকনের নমুনা পরীক্ষায় করোনাভাইরাস পজেটিভ এসেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদ। তিনি বলেন, সাংবাদিক খোকনের করোনা ভাইরাস পজেটিভ এসেছে। আইইডিসিআর থেকে মৌখিকভাবে তা আমাদের জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল ইফতারের আগ মুহূর্তে তাকে (হুমায়ুন কবির খোকন) হাসপাতালে আনা হয়। উনার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।মৃত্যুর কিছু সময় আগে, করোনা পরীক্ষার জন্য তার নাকের সোয়াপ সংগ্রহ করা হয়েছিলো বলে জানান তিনি। অন্যদিকে , করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার রাতে প্রথমবারের মতো এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

মো. জসিম উদ্দিন (৪০) নামের ওই পুলিশ কনস্টেবল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ওয়ারি এলাকার একটি ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর গত ২৫ এপ্রিল তার নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর-এ পাঠানো হয়। কোয়ারান্টাইনে থাকা জসিম উদ্দিনের অবস্থার অবনতি হলে মঙ্গলবার রাতেই থাকা ঢামেকে নেয়া হয় এবং রাত ১০টার দিকে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন

নো মাস্ক,নো সার্ভিস হুগলিতে

হুগলি,২৯ এপ্রিল (হি.স.) : নো মাস্ক নো প্রেট্রোল, নো মাস্ক নো মেডিসিন, নো মাস্ক নো সব্জি,ইতিমধ্যেই এই রকম নিয়মে চালু করেছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, এবার বাইক সারাতে গেলে মাস্ক পারলেই তবে সারাই হবে বাইক।মুখে মাস্ক না থাকলে বাইক সারানো হবে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ান।এই সচেতনতার বার্তা দিতে রিতিমত নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছেন হুগলির সিঙ্গুরের রতনপুরের বাইক মেকানিক দুধকুমার দে।দেশ ব্যাপি লকডাউনের ফলে বন্ধ হয়েছে নানা ধরনের যান চলাচল, কিন্তু কিছু মানুষকে তো কাজে বেরোতেই হচ্ছে।

এমারজেন্সি পরিষেবার জন্য

পুলিশকর্মী থেকে স্বাস্যকর্মীরা বাইক নিয়ে কাজের জায়গায় ছুটে যাচ্ছেন তারা। রাস্তায় বাইকের চাকা পাংচার থেকে গাড়ি গন্ডোগোলের জন্য প্রায়সই দূর্ভোগে পড়তে হচ্ছে এই সব বাইক আরোহীদের।উপায় না দেখে ফোন করে বারতি টাকা দিয়ে দুধকুমারকে বাড়ি থেকে ডেকে নিচ্ছে অনেকেই।অনেকে আবার রাস্তার ধারে চলেও আসছেন দোকানে বাইক সার্ভিস করতে। সরকারি নির্দেশ মেনে অনেকেই মুখে মাস্ক না পড়েই, সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে বাইক নিয়ে যাতায়াত করছে চোখের সমানে দেখছে দুধকুমার।

তাই নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে এই সচেতনতার নোটিস টাঙিয়েছেন রাস্তার ধারে অসায়ী বাইক মেকানিক দুধ কুমার দে।

তিনি যানান এই সময়ে শুধু মাত্র এমারজেন্সি ডিইটিতে যাচ্ছে তাদের বাইক সার্ভিস করে দিচ্ছি, কেই বাজারে গেলো, কেউ বাইক নিয়ে ঘুরতে বের হলো তাদের বাইকে কিছু হলে, শত অনুরোধ করলেও তাদের বাইক ছুঁয়েও দেখিনা।জিগ্যেস করি কোথায় যাচ্ছেন, সঠিক বললে তবেই

বাইক সার্ভিস করে দিচ্ছি। এছাড়া দেখলেও বোঝা যায় তারা কি করতে বাইক নিয়ে বের হয়েছে। তবে যতই এমারজেন্সি হোক না কেনো মুখে মাস্ক থাকতেই হবে তবে সারানো হবে বাইক। এদিকে দুধকুমারের এই চিন্তা ধারায় সাধুবাদ জানিয়েছে তার কাছে আসা বাইকের মালিকেরা।

গলায় আটকে জ্যান্ত কই, নির্মম মৃত্যু প্রৌঢ়ের

ক্যানিং, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : পুকুরে মাছ ধরতে নেমে কই মাছ ধরেছিলেন সনৎ মণ্ডল ওরফে চুনো। অসাবধানতাবশত সেই কই মাছটি গলার মধ্যে ঢুকে যায়। আর এর ফলেই ঘটে বিপত্তি। অঘোরে প্রাণ যায় বছর পঞ্চাশের ওই প্রৌঢ়ের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারিয়া গ্রামে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে আচার বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন চুনো। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। কিন্তু লকডাউন চলার কারণে কাজ বন্ধ। ফলে যত দিন যাচ্ছে ততই পরিবারের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। স্থানীয় ভাবে কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কম। তাই ভেবেছিলেন নিজের পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে তা বাজারে বিক্রি করে সংসারের জন্য কিছু চাল, ডাল কিনে আনবেন। সেই ভেবেই এদিন সকালে পুকুরে নেমেছিলেন। কিন্তু তাতেই হল বিপত্তি। পুকুরে হাত দিয়ে মাছ ধরতে

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে বিজেপি নেতার আহবান

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৯।। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউনে আটকে থাকা বাংলাদেশের হিন্দুদের খোঁজ-খবর নিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সন্ধ্যায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দু মহাজোটের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দিলীপ ঘোষ মতবিনিময়ের শুরুতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনে, মঠ-মন্দির ভাংচুরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে যুক্ত দিলেন বাংলাদেশে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি বিধান বিহারী গোস্বামী, মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, সহসভাপতি প্রদীপ পাল, প্রধান সমন্বয়কারী বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক প্রতীভা বাকচী, যুগ্ম মহাসচিব লাকি বাছার, হিন্দু মহিলা মহাজোটের সভাপতি প্রীতিলতা বিশ্বাস, হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক মহাজোটের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, হিন্দু যুব মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক মৃনাল কান্তি মধু ও হিন্দু ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সাজেন কৃষ্ণ বল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের পুর্ব পুরুষের আদি বাড়ি বাংলাদেশে। এ কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে তার নাড়ির টান। সে কারণে তিনি সব সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের খোঁজ খবর রাখেন। এদিন ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়ের সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের আত্মমনোবল বাড়াতে এবং সংগঠিত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'যদিও আমরা নাগরিকত্ব আইন পাশ করেছি তারপরও নির্যাতন নিপিড়ন হলেই দেশত্যাগ কোন সমাধান নয়। ভারতেও সাধু সন্ন্যাসীদের উপর আঘাত আসছে, অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হচ্ছে। সেকারণে সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ আপনাদের জন্মভূমি। আমরা বিশ্বাস করি জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়শী। সেকারণে জন্মভূমি ত্যাগ করা যাবে না। তিনি বলেন, বর্তমান মোদি সরকার বিশ্বমানবতা রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা রাখছে। এক সময় বিশ্ব আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকতো, এখন সেই আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি আরও বলেন, ভারত একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। তারপরও উন্নত দেশ গুলোতে করোনা ভাইরাস যেভাবে মহামারি আকার ধারণ করেছে ভারতে ততটা নয়। কারন ভারত হাজার হাজার বছর ধরে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে শিক্ষা লাভ করেছে। ভারতীয় হিন্দুদের দৈনন্দিন আচার আচরণ ও জীবন পদ্ধতি বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা করে। বাংলাদেশের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, ভারতের বর্তমান সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ সময় বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, আমরা হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন নির্যাতন নিপিড়নের বিরুদ্ধে আমরা সব সময়ই সোচ্চার। আমাদের অধিকার আদায়ে আপনাদের নৈতিক ও মানষিক সহযোগিতা চাই। হিন্দু মহিলা মহাজোটের সভাপতি প্রীতিলতা বিশ্বাস বলেন, করোনাভাইরাসের বিপদের মধ্যেও হিন্দু নির্যাতন থেমে নাই। সারা দেশের মন্দির প্রতিমা ভাংচুর, জমিজমা দখল চলছে।

বাংলাদেশে লকডাউনে অবরুদ্ধ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে করোনা সংকটে লকডাউনের কারনে অবরুদ্ধ গরীব, অসহায়, নিম্নআয়ের ৪০০ পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা। সংস্থার সভাপতি মুহম্মদ আলতাব হোসেনের নির্দেশে সংস্থাটি'র সিদ্ধিরগঞ্জ থানা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল হান্নন প্রধানের উদ্যোগে নাসিক ৬ নং ওয়ার্ড মুনলাইট চৌরাস্তা এলাকায় এসব বিতরন করা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার আহ্বায়ক বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ও সমাজসেবক তরুন প্রজন্মের অহংকার মোঃ আঃ হান্নান প্রধান বলেন,বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের সাংবাদিক সমাজ জীবনের ঝুকি নিয়ে সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া বহু সংবাদপত্র তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ না করেই লকডাউন করে রেখেছে।এমতাবস্থায় অধিকাংশ সাংবাদিক ভাইয়েরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে নানা সমস্যায় দিন অতিবাহিত করছে। ফলে আমাদের সকলের উচিত তাদের পাশে দাড়ানো। তারই ধারাবাহিকতায় সিদ্ধিরগঞ্জের বেশ কিছু সাংবাদিকের মাঝে মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে আমার একান্ত ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ২৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হলো। তিনি বলেন, অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন দ্রুত এই করোনা ভাইরাস থেকে পুথিবীর সকল মানুষকে রক্ষা করেন। আমাদের সকলকেই যেন ক্ষমা করেন দেন আল্লাহ।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ঢাকা বিভাগ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান প্রধান, সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম বাবু, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার সদস্য সচিব মোঃ শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মোঃ শফি উদ্দিন মুন্সি, মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ মারুফ হোসেন (তুষার), সদস্য মহিউদ্দিন রানা, সুমন পারভেজ, মোঃ কুট্টি, শাহিন সরকার, মোঃ রহিম প্রধান, মেহেদি হাসান রানা, মোঃ মিজানুর রহমান, শাকিল, কামাল, মোঃ রনি হাওলাদার, আবুল হোসেন,ইলিয়াছ, বড় বাবুল, সিপন, ছোট মিজান, ছোট বাবুল প্রমুখ।

এ সময় থানা শাখার আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিত্তশালীদের সঠিকভাবে এান বিতরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। দেশের এই ক্রান্তিকালে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা উদাত্ত আহবান জানান।

মানবিক সহায়তা প্রদান শেষে স্থানীয় চৌরাস্তা পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম মাওলানা কামরুল ইসলাম দেশবাসির জন্য দোয়া কামনা করে মুনাজাত পরিচালনা করেন।

ফেরার জন্য কোটা থেকে আজ বাসে উঠবেন পড়ুয়ারা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): রাজস্থানের কোটায় আটকে পড়া পড়ুয়াদের রাজ্যে ফেরানোর জন্য বুধবার বাস পাঠালো রাজ্য সরকার। কমপক্ষে তিনদিন লাগবে কোটা থেকে বাসে রাজ্যে ফিরতে। লকডাউনের জেরে রাজস্থানের কোটায় পড়াশোনা করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন বহু পড়ুয়া। এই করোনার আবহে আপাতত তাদের রাজ্যে ফেরানো যাবে না জানালেও পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানান ওই আটকে পড়া পড়ুয়াদের রাজ্যে ফেরানোর জন্য উদ্যোগী হবে রাজ্য সরকার। সেইমতো বুধবার সকালে ১০১ টি বাস পাঠানো হয় কোটায়। সেখান থেকে ওই বাসে করে আড়াই থেকে তিন হাজার পড়ুয়া ফিরবেন রাজ্যে।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে কলকাতা, শিলিগুড়ি ও আসানসোল এই তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি জোনে পৌছবে তিনটি বাস। পড়ুয়ারা নিজের জেলা অনুযায়ী বাসে উঠে সংশ্লিষ্ট জেলায় পৌঁছতে পারবে। অন্যদিকে বাসে ওঠা ও নামার আগে পড়ুয়াদের হেলথ চেকআপ করা হবে বলেও জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আজকে কোটা থেকে বাসে আড়াই-তিন হাজার ছেলে মেয়েকে ফেরানো হবে। তিন দিন সময় লাগবে তাদের রাজ্যে ফিরতে। এরমধ্যে রাস্তায় ওই ছেলে মেয়ে গুলো কোথায় থাকবে কি খাবে সেসব বিষয়ে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সাথে কথা বলে বিষয়টির নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে'।

বুধবার ডিওয়াইএফ সদস্যরা সদর মহকুমা শাসকের কাছে বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাঁকুড়ায় প্রকাশ্য রাস্তায় সিনেমার কায়দায় লরি ভর্তি ধান লুঠ গজরাজেব

বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : সিনেমার কায়দায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি - উল্টো দিক থেকে লরি ভর্তি ধান নিয়ে আসছে এক লরি চালক।রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে গাড়ী ছেড়ে পলাতক চালক।এবার তিনি গদাই লস্করি চালে লরীর সামনে এসে লরীর ডালা উঁচিয়ে দেখেন লরী ভর্তি ধান।তা দেখে মনের আনন্দে ধান খেয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েন।প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে চলা এই রোম হর্ষক দৃশ্য দেখেন বেশ কিছু গ্রামবাসী।এই ঘটনার নায়ক এক গজরাজ।

এই ঘটনা ঘটেছে আজ সকালে বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গায়।পশ্চিম মেদিনীপুর লাগোয়া সারেঙ্গার কারভাঙ্গা জঙ্গল লাগোয়া চন্দ্রকোনা রোড, গোয়ালতোড় রাস্তায় আজ সকালে বিশাল আকারের এক হাতি রাস্তা দাড়িয়ে থাকে।ওই সময় ধান বোঝাই করে একটা লরী আসছিল।রাস্তায় গজরাজকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে সে লরী ছেড়ে পালিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা হাজির হলেও কেউ সাহস করে এগোয় নি।গজরাজ আপনমনে ধান খেয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সুন্দরবনে মৎস্যজীবীকে তুলে নিয়ে গেল বাঘ

সুন্দরবন, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : ফের বাঘে তুলে নিয়ে গেল এক মৎস্যজীবীকে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের ঝিলার জঙ্গলে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম সুজিত মণ্ডল(৪৫)। গোসবার লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরঘেড়ি গ্রামের বাসিন্দা তিনি। এদিন সকালে দুই সঙ্গী নিরাপদ মণ্ডল ও একাদশী মণ্ডলের সাথে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন তিনি। বেলা সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন তারা কাঁকড়া ধরছিলেন ঠিক তখন জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটি বাঘ বেড়িয়ে এসে ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে সুজিতের। তার ঘাড় ধরে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে সুজিতকে ছাড়িয়ে আনার সাহস দেখাতে পারেন নি। এই খবর গ্রামে এসে পৌঁছতেই সেখানে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবার।

এদিন সকালে গ্রামের দুই বাসিন্দা নিরাপদ মণ্ডল ও একাদশী মণ্ডলকে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন সুজিত। সুন্দরবনের ঝিলা ৫ নম্বর জঙ্গলের পাড়ে কালির চড়ে নৌকা বেঁধে রেখে জঙ্গলের পাড়ে নেমে কাঁকড়া ধরা শুরু করেন সুজিত ও তার সঙ্গীরা। আচমকা একটি বাঘ এসে লাফিয়ে পড়ে সুজিতের ঘাড়ে। ঘাড়ে কামড় বসিয়েই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। দুই সঙ্গী তা দেখে ভয়ে আর কাছে যেতে পারেন নি। বাঘের সাথে লড়াই করে সুজিতকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার সাহস ও তারা দেখাতে পারেন নি। তড়িঘড়ি তারা বাড়িতে ফিরে আসেন। গ্রামের মানুষজনকে এই বিষয়ে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুজিতের পরিবার। ঘটনার খবর পেয়ে বনকর্মীরা তদন্ত শুরু করেছেন। কিন্তু কোন খোঁজ মেলেনি সুজিতের। এই পরিস্থিতিতে ওই দুঃস্থ পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

নির্মম মৃত্যু প্রৌঢ়ের

পাচের পাতার পর

শুরু করেন তিনি। একটি কই মাছ ধরা পড়তেই সেটাকে নিজের মুখের মধ্যে কামড়ে ধরে আবার মাছ ধরা শুরু করেন। আর ঠিক তখনই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা মাছটি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে ঝটকা দিলে মুখ আলগা হয়ে যায় চুনোর। মাছটি মুখ দিয়ে তার গলার মধ্যে ঢুকে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করেন ওই ব্যক্তি। তার চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চেন্নাই থেকে

● প্রথম পাতার পর

পরামর্শ দেবেন। সেই মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে। সেক্ষেত্রে আরও কোনও বাড়ি কোয়ারেন্টাইন করা প্রয়োজন কিনা তা আগামীকাল স্থির হবে।

এদিকে, বাইখোরা নিবাসী চেন্নাই থেকে ফেরা ওই পরিবারকেও বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। আগামীকাল ওই পরিবারের আশেপাশে আরও বাড়ি কোয়ারেন্টাইন করা প্রয়োজন আছে কিনা সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা এখনও বিপদমুক্ত বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু, নিশ্চিন্তে থাকার সুযোগ নেই। তাঁর বক্তব্য, লক্ষণহীন অনেকেই দেশে করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে, কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা বিপদমুক্ত বলে মনে করা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, এই ঘটনা বহিঃরাজ্যে যারা আটকে রয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে। কারণ, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সমস্ত ঘটনাই বহিঃরাজ্য থেকে আসার ফলেই ঘটেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে বহিঃরাজ্য থেকে যারা ত্রিপুরায় ফিরছেন তারা কতটা বিপদমুক্ত সেই প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, বহিঃরাজ্যে লকডাউনে দিশেহারা ত্রিপুরার নাগরিকদের বোঝার সুযোগ নেই যে গাড়িতে তারা ত্রিপুরায় ফিরবেন ওই গাড়ির চালক করোনা মুক্ত কিনা। ফলে, নিজ উদ্যোগে রাজ্যে ফেরাও অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নতুন চিন্তাধারা করবে কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, শিক্ষামন্ত্রী আজ জানিয়েছেন, সর্বদলীয় বৈঠকেও এই বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

অনাহারে

● প্রথম পাতার পর

পথ পাড়ি দিয়েছি।

এদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে ৮ পরিযায়ী শ্রমিককে কাঞ্চনপুরে দেখে স্থানীয় জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। তাঁরা পুলিশের কাছে অসমে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত অসমে পাঠানো সম্ভব নয় বলে মহকুমা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়। তার বদলে তাঁদের কাঞ্চনপুর উপজাতি যাত্রী নিবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে মহকুমা প্রশাসন আর্থিক সহায়তাও করেছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় সূত্রের খবর, ওই আট পরিযায়ী শ্রমিকের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। করোনা সংক্রান্ত কোনও লক্ষণ দেখা গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। করা হবে কোয়ারেন্টাইন।

অঙ্গীকার

● প্রথম পাতার পর

পেয়েছে বলে মনে করছেন গুদাম ইনচার্জ। রঞ্জিত চক্রবর্তী জানান, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তৎপরতায় গুদামের কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলের জলে প্রায় সব খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় দু লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তাঁর প্রাথমিক ধারণা। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও. পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই গুদামে আগুন ধরেছে।

ঋণখেলাপি

● প্রথম পাতার পর

মতে আজকে যে প্রশ্নটি উঠছে তা টাকা থেকেও বেশি জনগণের ভরসা ও আস্থার বিষয়। ব্যাংকের বড় বড় ঋণখেলাপীদের নাম প্রকাশ্যে আনার দাবিতে রাহুল গান্ধী যখন সংসদে সরব হয়েছিলেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একেবারে নীরব ছিল। তথ্য জানার অধিকার আইনে যখন গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তখন কংগ্রেস দলকে বদনাম করার জন্য কেন্দ্র বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন যে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে আত্মসমীক্ষা করা উচিত। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ রাখার কোনও উদ্যোগই তারা নেননি। দুর্নীতি রোধ করার তাদের কোন ইচ্ছাই ছিল না।এখন তারাই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩৩, মোট চিকিৎসাধীন ৫৫০: মুখ্যসচিব

কলকাতা, ২৯এপ্রিল (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩জন। এদিকে ৫ জন সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি ফিরে গেছেন। তাই এখন রাজ্যে মোট সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫০। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কারোর মৃত্যু হয়নি করোনা আক্রান্ত হয়ে। ফলে মৃতের সংখ্যা এখনও ২২। বুধবার নবান্নে এই পরিসংখ্যান দেন মুখ্যসচিব রাজিব সিনহা। এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট করোনা মুক্তের সংখ্যা ১২৪জন। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে এই পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫৮। এদিন মুখ্যসচিব বলেন, গত ২৪ঘণ্টায় মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এক হাজার ৩৯৭টি। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৪হাজার ২৬০। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ৫হাজার ৪৩৯জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নজরদারি শেষ হয়েছে ৪১৫ জনের। এদের মধ্যে ভিন রাজ্য থেকে আসা সন্দেহভাজন, বিদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন, করণা আক্রান্তের সরাসরি সংস্পর্শে আসা সন্দেহভাজন সকলেই রয়েছেন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫১জনকে সরকারি কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে।

এদিন মুখ্য সচিব আরও বলেন, মূলত পাঁচটি জেলা থেকে সংক্রমণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নতুন করে আক্রান্তরা কলকাতা, হাওড়া, উত্তর

পরিস্থিতি ঠিক থাকলে ১০ জুনের পর উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন।আর এই লকডাউনের জেরে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে বন্ধ করা হয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। আর যার জেরে স্থগিত উচ্চমাধ্যমিকে তিনটি পরীক্ষা। তবে,পরিস্থিতি ঠিক থাকলে ১০ জুনের পর হবে উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষা।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, "আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হওয়ার পর রেজাল্ট বার করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা হবে জুন মাসে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই জুন মাসে যে পরীক্ষাগুলো বাকি আছে সেগুলো হবে। তার মধ্যে যে খাতাগুলো দেখা বাকি রয়েছে সেগুলো দেখার জন্য উচ্চ শিক্ষা পর্যদ কে বলা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ডেট ঠিক করা হবে পরীক্ষার"।

বিশেষ পোর্টাল

তিনের পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করা হবে। তিনি আরও জানান, মাইক্রো উদ্যোক্তারা তাদের বাড়ি থেকে কাজ করতে এবং ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। এই মডেলটি অনুসরণ করে জাপান চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে।

এই জাতীয় উদ্যোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা হরিণঘাটা অঞ্চল ও অন্যান্য জায়গাগুলিতে এবং আশেপাশে সাধারণ সুবিধামত কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক পণ্য এবং পরিষেবাদির বাজার নতুন করে তৈরী হবে। স্যানিটাইজার উৎপাদন, বাড়ির তৈরি সাবান, প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যসেবা পণ্য, পরিষ্কারের সরঞ্জাম, বাড়ির তৈরি কুকিজ, খাবারের জিনিসপত্র ইত্যাদি, আইটি ভিত্তিক পরিষেবা (ক্লাউডের মাধ্যমে)। অ্যাপ ভিত্তিক পরিষেবাগুলিরও চাহিদা থাকবে।

মর্মস্পর্শী

সদ্য মা হারিয়েছে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন রাধানগর এলাকার এক ক্ষুদে। লকডাউনে অসহায় ওই ছেলেটি খাবারের সন্ধ্যানে লাইনে দাঁড়াতেই নজরে পড়ে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিকের। এগিয়ে গিয়ে প্রতীমা ভৌমিক ওই ছেলের কাছ থেকে সমস্ত খোঁজখবর নেন। দুদিন বাদেই তার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। ছেলেটির আর্থিক দুর্দশার কথা জানতে পেরে প্রতীমা ভৌমিক শ্রাদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সর্বদলীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রিপুরা অনেক এগিয়ে আছে। কিছু ভুল ত্রূটি থাকলেও চিকিৎসকরা খুব ভাল কাজ করেছেন। পি পি ই কিট মজুত রয়েছে ৯০৯০টি। ১২৬টি আইসোলেশন বেড রয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস পরীক্ষা হয় একমাত্র মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে। ত্রিপুরায় বর্তমানে দু'টি মেশিন রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আরও একটি মেশিন আনা হবে। ইতিমধ্যে জিবি হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘই আই জি এম হাসপাতালেও আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বাইরে যারা এখনও আটকে আছেন তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের বাইরে থেকে যারা আসবেন তাদের এখানে আসার সাথে সাথে স্যাম্পল নেওয়া হবে এবং স্যাম্পলের রির্পোট না আসা পর্যন্ত তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হবে।

সর্বদলীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে সচল করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর রাজ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করতে এবং কৃষকদের হাতে যাতে টাকা যায় সেজন্য সরকার আগামী ১৫মে থেকে সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৭ হাজার জমিয়াকে বিনামূল্যে জম বিজ এবং ২০২ টাকা করে ৬ শ্রমিদিবসের কাজ দেবে সরকার। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি থেকে যে পরামর্শ এসেছে তা প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হবে। আয়কর দেননা এমন পরিবারদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার যে বিষয়টি সভায় উঠে এসেছে তা সরকার খতিয়ে দেখবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের গরিব মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত প্যাকেজ অনুসারে সহায়তা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে এসপিরেশনেল ব্লকের ৯৩ হাজার পরিবারকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। রাজ্যের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার উজ্জলা যোজনায় বেনিফিসিয়ারিদের গরিব কল্যাণ যোজনায় ৩ মাস ফ্রি গ্যাস সিলিণ্ডার দেওয়া হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন উজ্জলা যোজনা সহ সমস্ত গ্যাস ভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দিতে জেলাশাসকগণ যেন উদ্যোগ নেন।

এ বিষয়ে কোন এজেন্সি যদি বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিণ্ডার পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৪ লক্ষ মানুষ সামাজিক ভাতা পান। তাদেরকে দু'মাসের ১০০০ টাকা করে ইতিমধ্যেই অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ভাতা পান ১ লক্ষ ২৯ হাজার মানুষ। তাদেরকেও তিন মাসের টাকা দেওয়া হচ্ছে। ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে ২৪ হাজার নির্মাণ শ্রমিককে ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ বিনামূল্যে রেশনিং ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে যাদের রেশনকার্ড নেই তাদের কাছে রেশন এবং অন্যান্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডি এমদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চা বাগানগুলিতে ফ্রি রেশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা এবং রেশন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তে কেউ মারা গেলে সরকার ৪ লক্ষ টাকা দেবে। এই ঘোষণা সরকার আগেই দিয়েছে। ৩৭২ জন প্রত্রিকা হকারদের ১০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ও ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।

সর্বদলীয় সভায় বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার বলেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবেলার একমাত্র অস্ত্র লকডাউন। এজন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে, জনগণের সহযোগিতা চাইতে হবে। সরকারকে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে এই কাজ করতে হবে। তাতে অংশ নিতে হবে আমাদের সবাইকে। ঐক্যবদ্ধ ভাবেই এই কাজ করতে হবে যাতে মানুষের মনে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়। বিরোধী দলনেতা এই সময়ে যাতে অন্যান্য রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য ও পি ডি চালু এবং ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারগুলি চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভার শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সর্বদলীয় সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ত্রিপুরা এখন করোনা মুক্ত। কিন্তু আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চাইছি না। ত্রিপুরাবাসীকে যাতে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখা যায় সেই লক্ষ্যে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আজ এই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। যাতে সরকার এক সঠিক নির্দেশিকায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে পারে।

সর্বদলীয় সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, আই এন সি দলের পক্ষে পীযূষ বিশ্বাস, সি পি আই (এম) দলের পক্ষে গৌতম দাস, বিজেপি দলের পক্ষে ডা. অশোক সিনহা, আই পি এফ টি দলের মঙ্গল দেববর্মা, আই এন পি টি দলের জগদীশ দেববর্মা, পি ডি এস দলের পক্ষে প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস এবং সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আমরা বাঙ্গালী, এস ইউ সি আই, সি পি আই (এম-এল), লোকজনশক্তি পার্টি, এন সি পি ও ত্রিপরাল্যাণ্ড স্টেট পার্টির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, প্রধান সচিব (পরিবহণ) এল টি ডার্লং, শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্তা, শিল্প ও বাণিজ্য সচিব কিরণ গিত্যে, অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, মুখ্যমীর বিশেষ সচিব ড. পি কে গোয়েল, অতিরিক্ত সচিব এন সি শর্মা, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তাব ও পরামর্শ দেন। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাবও সর্বদলীয় সভায় পেশ করা হয়। সভার শুরুতে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও প্যাকেজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সর্বদলীয় বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের বলেন, করোনা উদ্ভত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গরিব সাধারণ মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সাথে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের যে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে তা সভায় তুলে ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে জানান, সারা দেশে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার গড় অনুপাত প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় ৪৭০জন। সেখানে ত্রিপুরায় এই গড় অনুপাত প্রায় ১১৮০জন। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ যে সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সচেতনতার উপর। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে। ভয় না পেয়ে সচেতনতার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৩ মে পর্যন্ত এই লকডাউন বলবৎ রয়েছে। তবে এরমধ্যেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার চালু রাখবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩ মে'র পর গণপরিবহন চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আন্তরাজ্য পরিবহনও চালু হচ্ছে না। তেমনি বিমান ও রেল পথে যাতায়াতও শুরু হচ্ছে না। ফলে লকডাউনকে সাথে নিয়েই আমাদের করোনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। তাঁর কথায়, এখন লকডাউন আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তাই, কোনও না কোন লকডাউনকে সাথে নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে। অবশ্য, এদিন তিনি ৩ মে'র পর রাজ্যে সার্বিক লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি।

অঙ্গীকার

● প্রথম পাতার পর

কথা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ওই টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, বাংলাদেশের মানুষ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাতে তার সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলায় ভারত ও বাংলাদেশের সহায়তার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে থাকা অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ টেলিফোনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে নিজের এবং ভারতবাসীর পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উভয় নেতাই কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজ নিজ দেশে এর প্রভাব প্রশমিত করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা একে অপরকে অবহিত করেন।

গত ১৫ই মার্চ সার্কগোষ্ঠী ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সার্কনেতারা সহমত হয়েছিলেন, সেই কাজের যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে উভয় নেতাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 'সার্ক কোভিড-১৯ জরুরী তহবিলে' দেড় মিলিয়ন ডলার আর্থিক অনুদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রী মোদী।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় যে ভাবে নিজের দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশকে ওষুধ ও দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে সাহায্য করেছেন তার জন্য মোদীকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা।

উভয় নেতাই সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ জলপথ ও বিমানের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধুত্বের বন্ধনের কথা স্মরণ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্তম অবস্থার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রশস্তকরণে বাংলাদেশকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রস্তত বলেও জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী, এই ঐতিহাসিক মুজিব জন্ম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশবাসীর সুস্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন।

মোবাইল

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা। টাওয়ারের চূড়া থেকে নামানোর পর পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, পারিবারিক অশান্তির জেরেই রাজু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। মোহনপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় রজু দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আত্মহত্যার চেষ্টার পেছনে পারিবারিক অশান্তি না অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খুঁজে বের করা হবে।

বিজেপি সভাপতির

আটের পাতার পর

পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গঠিত কমিটির কার্যকর্তারা এবং পৃষ্ঠা প্রমুখ ওই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, আগামী দিনে সরকার যে সমস্ত নির্দেশিকা দিয়েছে সে মোতাবেক পার্টির কার্যকর্তারা কী ধরনের ব্যবস্থা নেবেন তা নিয়ে প্রদেশ সভাপতি সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, অত্যাবশক পরিষেবায় কেউ বঞ্চিত না হন এবং সমস্যার দ্রুত সমাধানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন প্রদেশ সভাপতি। তবে, প্রত্যেক কার্যকর্তা নিজেদের সুরক্ষিত রেখে সেবা কার্যে নিয়োজিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

খেলা

ইংল্যান্ডের ম্যাচ আয়োজনে অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ডের প্রস্তাব

করোনাভাইরাসের প্রকোপে বন্ধ হয়ে আছে বিশ্বের অধিকাংশ ক্রীড়া ইভেন্ট। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যস্ত ক্রিকেট মৌসুম। দুর্যোগের এই সময় দেশটিকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ড। ইংলিশ মৌসুমের অসমাপ্ত সূচি শেষ করতে তারা কিছু ম্যাচ আয়োজন করতে চায় বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী টম হ্যারিসন।

কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ ইংল্যান্ডে বাড়ছে ক্রমাগত। আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লাখের উপরে, মৃত্যু ছাড়িয়েছে ২০ হাজার। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় দফায় আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া সব ধরনের ক্রিকেট।

স্থগিত হয়ে গেছে জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড সফর। শঙ্কা জেগেছে অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়েও। ৪ জুলাই শুরু হওয়ার কথা দুই দলের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ওই সফরে তিনটি ওয়ানডেও খেলবে অস্ট্রেলিয়া। বন্ধ থাকা ইংলিশ মৌসুম শেষ করতে প্রস্তাব দিয়েছে আবু ধাবিও, জানিয়েছিলেন কাউন্টি ক্লাব সারের চেয়ারম্যান রিচার্ড থিম্পসন।

এমন কোনো প্রস্তাব অবশ্য এখনও ইসিবির কাছে আসেনি বলে জানান হ্যারিসন।

"অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের কাছ থেকে আমরা প্রস্তাব পেয়েছি। সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। আবু ধাবি থেকে আমার কাছে কোনো প্রস্তাব আসেনি। তবে, এমন না যে প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।"

বদলি খেলোয়াড় বাড়ানোর প্রস্তাব ফিফার

বেশিরভাগ দেশে গত মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে বন্ধ রয়েছে মাঠের ফুটবল। এরপরও অনেক লিগ ও ফেডারেশন মৌসুম শেষ করার আশায় রয়েছে। কিছুটা আলোর দেখাও মিলেছে। জার্মান বুন্ডেসলিগার দলগুলো এরই মধ্যে ফিরেছে অনুশীলনে। ইতালিয়ান সেরি আর ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন আগামী মাসের শুরুতে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো অনুশীলনে ফিরতে শুরু করেছে। অনুমতি পেয়েছে স্প্যানিশ লা লিগার দলগুলো।আবার খেলা শুরু হলে কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি ম্যাচ খেলতে হতে পারে ফুটবলারদের। এই ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে ফিফাকে। তাই আপাতত বদলি খেলোয়াড় বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বদলি খেলোয়াড় বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন পেতে হবে ফুটবলের নিয়ম তৈরির সংগঠন আইএফএবির। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার আয়োজকরা। খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে আরও একজন বাড়তি বদলির সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে মত দিয়েছে ফিফা।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিরতির সময়ের বাইরে সর্বোচ্চ তিন স্লটে বদলি খেলোয়াড় নামানো যেতে পারে। প্রস্তাবিত এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে চলতি ও আগামী মৌসুম এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অনুশীলনে ফিরছেন রোনালদো-বুফনরা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান ফুটবল মৌসুম ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কা বাড়ছে ক্রমশ। এরই মাঝে ইতালি ঠিক করেছে সেরি আর ক্লাবগুলোর অনুশীলনে ফেরার সময়।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু হবে আগামী ৪ মে। আর দলগত অনুশীলন শুরু করা যাবে ১৮ মে থেকে। ইতালিতে লকডাউন শিথিল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে রোববার এই ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কোন্তে।

আশা করা হচ্ছে, আগামী ২৭ মে থেকে ২ জুনের মধ্যে পুনরায় শুরু হতে পারে সেরি আর ২০১৯-২০ মৌসুম। আর মৌসুম শেষ হতে পারে অগাস্টের শুরুর দিকে। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও আসেনি। গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে ইতালির শীর্ষ ফুটবল লিগ। সেরি আর বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

PNIe-T NO:- 02IEE-112020-21, Dated 27/0412020

The Executive Engineer. Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 20-05-2020 for 02(Two) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-107/2020-21

(ER. R. CHOWDHURY)
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION
NO-I, PWD (R & 13).
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: PNIe-T-03/EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/ 67
dt. 24.04.2020

The Executive Engineer, RD Bishramganj Division,Bishrarnganj. Sepahijala Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rat Two bid e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies of appropriate class rei :istered with PWD/11AADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 13.05.2020 for the following works:-

S. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	AVAILABILITY OF TENDER DOCUMENT	CLASS OF TENDERER
1.	DNIeT No:e-DF-04/Box Culvert/BLG/ EE/RD/BSGD /2020-21	Rs 6,70,261.00	Rs 6703.00	Rs 1000.00	At 3.30 PM on 13.05.2020 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2.	DNIeT No:-e-DF-05/Box Culvert/BLG/ EE/RD/BSGD /2020-21.	Rs 5,53,376.00	Rs 5534.00	Rs 1000.00			
3	DNIeT No:-e-DF-06/Box Culvert/BLG/ EE/RD/BSGD /2020-21.	Rs 8,71,431.00	Rs 8714.00	Rs 1000.00			
4	DNIeT No:-e-DF-07/Brick soling/BLG/ EE/RD/BSGD /2020-21.	Rs 3,61,593.00	Rs 3616.00	Rs 1000.00			
5	DNIeT No:-e-DF-08/Retaining wall/BLG/ EE/RD/BSGD /2020-21.	Rs 5,31,308.00	Rs 5313.00	Rs 1000.00			

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website httos:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 untill th, time of bid closing, with option for Re-submission, wherein only their latest submitted •Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will r of allow any bidder to attempt bidding. after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Note:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

ICA/C-113/2020-21

(Er. Kajal Dey)
Executive gineer RD
Bishramganj Division

GOVE MENT TRIPURA PUE.1, WORKS EPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/02/2020-21
FORMAT— A (For ppblication in the Local ewspapers crud Websites)
Dated: -27/ 04 /2020

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/04	₹ 4,48,074.00	₹ 4,481.00	30 days	Up to 16.00 Hrs on 11/05/2020	At 15.30 Hrs on 14/05/2020
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/05					
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/06					

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-102/2020-21

(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer Internal Electrification Division, PWD L daipur, Gomati Tripura.

PRESS NIeT. NO. 01/EE/DWS/DIVNiUDP/2020-21
Dated : 22-04.2020

The Executive Engineer DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other Stale PWD / Central & Stale Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) (for SL No, 1,4,5 & 6)and also trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI No. 1,4,5 & 6) for the following works

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 01/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 7,97,640.00	₹ 7,976.00
2	DNIeT. No. 02/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 8,26,610.00	₹ 8,266.00
3	DNIeT. No. 03/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 6,67,128.00	₹ 6,671.00
4	DNIeT. No. 04/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 12,09,197.00	₹ 12,092.00
5	DNIeT. No. 05/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 18,22,065.00	₹ 18,221.00
6	DNIeT. No. 101/EE/DWS/DIVN/UDP/2019-20	₹ 5,57,937.00	₹ 5,579.00

Place, Time and date of opening of online bid : Dia the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 12-05.2020 if possible ' Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, UdaipuriKakraban/Killa/Rig/Amarpur/ KarbooklOmpi and the website https www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-100/2020-21

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur Gomati District, Tripura

ADVERTISEMENT

Applications are invited from eligible persons for appointment as Common Ombudsman for redressal of grievances and disposal of complaints relating to implementation of Mahatma Gandhi NREGA in the State in following manners-
i) Dhalai and Khowai - 1 Ombudsperson (the applicant should be the resident of any of the two districts)
ii) West Tripura and Sepahij ala- 1 Ombudsperson (the applicant should be the resident of any of the two districts)
iii) Gomati and South Tripura - 1 Ombudsperson (the applicant should be the resident of any of the two districts)
Applications need to be reach RD Department, New secretariat, Agartala by 15th June 2020.
Visit http:/ /rural.tripura.gov.in for details.

ICA/C-058/2020-21

(Vikas Shing)
Additional Secretary Government of Tripura. Rural Development Department

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অকালেই প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খান, শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্র জগৎ

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): মারণ ক্যান্সারের কাছে হেরেই গেলেন খ্যাতনামা বলিউড অভিনেতা ইরফান খান। বুধবার মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা ইরফান খান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর।দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারের সঙ্গে জীবন-যুদ্ধের লড়াই করছিলেন ইরফান খান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার ইরফানকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। চিকিৎসায় আর সাড়া দিলেন না ইরফান। অসংখ্য ভক্তদের শোকস্তব্ধ করে না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেতা ইরফান খান। সূত্রের খবর, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় ইরফানের পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুতপা শিকদার এবং দুই ছেলে।

মাত্র চার দিন আগেই ইরফানের মা জয়পুরে মারা যান। লকডাউন এবং নিজের অসুস্থতার কারণে সেখানে পৌঁছতে পারেননি ইরফান। বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি। সুস্থ হয়ে ''আংরেজি মিডিয়াম'' ছবির মধ্যে দিয়ে কামব্যাকও করেছিলেন তিনি। কিন্তু, এবার চিরদিনের জন্য বিদায় জানালেন ইরফান খান।

অভিনেতা ইরফান খানের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বলিউড, ভারতীয় সিনেমা জগৎ। শোকপ্রকাশ করেছেন বিগ বি অমিতাভ বাচ্চন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ। ১৯৬৭ সালের ৭ জানুয়ারি জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা ইরফান খান। হিন্দি সিনেমার পাশাপাশি ব্রিটিশ ছবি এবং হলিউড সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন ইরফান খান। স্লামডগ মেলিনিয়ার, জুরাসিক পার্ক প্রভৃতি সিনেমায় ইরফানের অভিনয় ছিল নজরকাড়া।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১০০৭, দেশে আক্রান্ত ৩১,৩৩২ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ ঠেকানোই যাচ্ছে না।

ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বুধবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় ৩১ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০০৭ জনের। করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৭,৬৯৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৮৯৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৩৩২ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২২,৬২৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০০৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৭,৬৯৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১০০৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৫৪ জনের, গুজরাটে ১৮১ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১২০ জন, মহারাষ্ট্রে ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৯ জন, রাজস্থানে ৫১ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৫ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্রই। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৩১৮, দিল্লিতে ৩,৩১৪, তামিলনাড়ুতে ২,০৫৮, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,২৫৯ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৮ জন, বিহারে ৩৬৬ জন, চন্ডীগড়ে ৫৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৮ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৩,৭৪৪ জন, হরিয়ানায় ৩১০ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৬৫ জন, ঝাড়খণ্ডে ১০৩ জন, কেরলে ৪৮৫, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫২৩ জন, লাদাখে ২২ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৩৮৭ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১১৮ জন, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ৩২২ জন, রাজস্থানে ২,৩৬৪ জন, তেলেঙ্গানায় ১০০৪ জন, ত্রিপুরায় দু''জন (দু''জনই সুস্থ), উত্তরাখণ্ডে ৫৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২,০৫৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭২৫ জন।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ ব্লক ইউনিটের পক্ষ থেকে শান্তিরবাজারের বিভিন্ন এডিসি এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ ব্লক ইউনিটের পক্ষথেকে শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন এডিসি এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরন করাহয়। বর্তমানে সমগ্র রাজ্য জুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন যাতে করে কোনো লোকজন অভুক্ত নাথাকে তার প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যসরকারের ডাকে সারাদিয়ে শান্তির বাজার মহকুমার দূর্পা বাড়ি , গোবিন বাড়ী ও অনুরাম পাড়া এডিসি ভিলেজে অসহায় গরীব লোকজদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ব্লক ইউনিটের সদস্যরা। আজকে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের মহকুমা সম্পাদক সমর সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের পঞ্চায়েত দপ্তরের জেলা সভাপতি বিক্রম দাস ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা। আজকের দিনে তিনটি এডিসি ভিলেজে মোট ১৩০ পরিবারের লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়াহয়। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উমাকান্ত স্কুলে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নয়া শিক্ষা বর্ষে বই প্রদান শুরু হয়েছে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির বেশ কিছু সংখ্যক বই ছাত্র ও অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকরা জানান সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারছেনা। তাদের পড়াশোনা যাতে পুরোপুরিভাবে ব্যাহত না হয় সেজন্যই তাদের মধ্যে পাধ্য বই প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি স্কুলেই এভাবে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

করোনা : ৭০০০ পার্টি কার্যকর্তার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতির

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা কয়েকটি ধাপে ৭,০০০ কার্যকর্তার সাথে বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে মত বিনিময় করেছেন। সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দিশা নির্দেশ করেছেন তিনি।

এ-বিষয়ে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ এখন বিশ্ববাসীকে দিশা দেখাচ্ছে। চিন থেকে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাস বিরোধী যুদ্ধে শামিল হয়েছে ত্রিপুরার বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার। তিনি বলেন, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি সর্বোচ্চ স্তর থেকে তৃণমূল স্তরের সমস্ত কার্যকর্তারা এই অদৃশ্য শত্রুর তৈরি সমস্যার মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর দাবি, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ ঘোষিত যাবতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকেই কার্যকর্তারা নিরলস কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছেন। পার্টি কার্যকর্তাদের চলতি দেশব্যাপী সেবা কার্যে দলীয় কার্যকর্তারা কীভাবে এখন পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আগামীদিনে তাঁদের আরও কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সে সংক্রান্ত বিষয়ে পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নবেন্দু জানান, ওই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে আজ বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা কয়েকটি ধাপে ৭০০০ কার্যকর্তার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মত বিনিময় করেছেন। তাঁর কথায়, কার্যকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সমস্ত জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান। তাছাড়া, প্রত্যেকটি বুথ স্তরে করোনা সৃষ্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভাটি অভয়নগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভাটি অভযনগর ক্যান্টানমেন্ট রোডে শিব-পার্বতীর মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ধর্মীয় স্থানে চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যপারে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মন্দির থেকে নগদ টাকা এবং পিতলের পূজোর আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। ধর্মীয় স্থানে এ ধরনের চুরির ঘটনা জুড়ে পুলিশও রীতিমতো হতবাক্ এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-র বংশ চিহ্নিত হয়নি এখনও

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) ।। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের করোনা আক্রান্ত রাজ্যগুলি এই ভাইরাসের বংশ এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি। লকডাউন সমাপ্ত হওয়ার পর তা সম্ভব হবে। করোনা আক্রান্তের নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। লকডাউন সমাপ্ত হওয়ার পর সেই সব নমুনা এনআইবি পুণেতে পাঠানো হবে। তার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা সংক্রমনের বংশ পরিচয় মিলবে। শুধু তা-ই নয়, এই ভাইরাসের শ্রেণি বিন্যাসও খুঁজে বের করা হবে।

সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গের কল্যানীস্থিত এনআইবিএমজি করোনা ভাইরাসের ১১টি বংশের ৩৫টি বিন্যাস চিহ্নিত করেছে। তাতে সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার করছে করোনা-র 'ঙ২খ' যার উৎপত্তি ইউরোপ ইরানে। এনআইবিএমজি ৫৫টি দেশের ৩,৬৩৬টি নমুনার গবেষণা করেছে। তাতে, ৫৫ শতাংশ করোনা-র 'ঙ২খ' বংশের ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে, ভারতে করোনা-র প্রথম আক্রান্ত ভাইরাসের 'ঞ ষ্ঠদ্মত্র' বংশের ছিলউ যার উৎপত্তি ছিল চিন। ত্রিপুরার বরিষ্ঠ মাইক্রোবায়োলজিস্ট বলেন, করোনা-র বংশ পরিচয় খুঁজে বের করবে এনআইবি পুণে। লকডাউন সমাপ্ত হলে সংগৃহীত নমুনা সেখানে পাঠানো হবে এবং করোনা-র বংশ পরিচয় খুঁজে বের করার সাথে বিন্যাস নিয়েও গবেষণা করবে এনআইবি পুণে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের করোনা আক্রান্তদের নমুনা সংগ্রহ করে সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে। এনআইবি-র নির্দেশিকা মেনে বিশেষ ফ্রিজে যার তাপমাত্রা মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে ওই নমুনা রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এনআইবি প্রটোকল অনুসারে ওই তাপমাত্রায় ভাইরাসে কোনও প্রভাব পড়বে না এবং ভাইরাস অনেকদিন জীবিত থাকবে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য এই পন্থা অবলম্বন করেছে। কারণ, এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

তাঁর কথায়, ভবিষ্যতে করোনা-র সঠিক চিকিৎসায় এবং রোগ নিরাময়ে ভাইরাসের বংশ পরিচয় ও বিন্যাস খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওই মারণ ব্যাধি কতটা মারাত্মক তা জানার প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোটা দেশেই ওই কাজ জোর কদমে চলছে।

চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ২২ জন, মৃত্যু থেমেই গিয়েছে

বেজিং, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গিয়েছে চিনে। পরপর ১৪ দিন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি চিনে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশই নিম্নমুখী। মঙ্গলবার সারা দিনে চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২২ জন। এই সময়ে নতুন করে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার (২৮ এপ্রিল সারা দিনে) মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২ জন, এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ২২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮৫৮। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩৩-তেই থমকে গিয়েছে।

এদিকে, পরিকল্পনার দু''মাস পর আগামী ২২ মে বার্ষিক বৈঠকে বসছে চিনের পার্লামেন্ট। চিনে করোনা-পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তাই ২২ মে বেজিংয়ে বার্ষিক বৈঠকে বসছে ত্রয়োদশতম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস।

বুধবার উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চলে বই বিতরণ। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। সাত দফা দাবিতে ডিওয়াই এফ আইয়ের পক্ষ থেকে বুধবার পশ্চিম জেলা জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে। জরুরি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাত দফা দাবি পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই সমস্যাদীর্ণ জনগনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। ডিওয়াই এফ আইয়ের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বুধবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক কার্যালয়ে জেলা শাসকের কাছে সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাইভেট সেক্টরে যারা কাজ করে সংসার চালান লকডাউনের ফলে তাদের মধ্যে যাদের কর্মচ্যুতি ঘটেছে তাদের আর্থিক সাহায্য করতে হবে। গৃহ-শিক্ষকরা বর্তমানে শিক্ষকতা হারিয়ে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন তাদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক ৫ হাজার টাকার সাহায্য করতে হবে। যেসব লোকজন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন তাদেরকে রাজ্যে ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোন সংস্থাকে কাউকে কর্মচ্যুত করা যাবে না। কর্মীছাটাই বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কভিড-১৯ এর জন্য রেনডম টেস্টের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা আরও অভিযোগ করেন কিছু কিছু স্থানে বামপন্থীরা বিপন্ন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আক্রমণও করা হচ্ছে। এ ধরনের দূর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দাবি সনদ গ্রহণ করে এর যোক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহমের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মকর্তারা।

ঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া মোহনপুর এলাকা পরিদর্শন করলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৯ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে মোহনপুর বিধানসভা এলাকার কড়ইতলা ও দিঘালিয়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। এলাকার বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মোহনপুরের এসডিএম সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আপদকালীন প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কালবৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়ল সদর উত্তরের মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কড়ইতলা, দিঘালিয়া সহ কয়েকটি জনবসতি এলাকায়। ঝড়ে বেশ কিছু বাড়ি ঘর মারাত্মকভাবে এবং আরও কিছু বাড়িঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাছপালা ভেঙে পড়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শিলা বৃষ্টির ফলে কৃষকদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এলাকার বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এধরনের ঝড় শিলাবৃষ্টির খবর পেয়ে বুধবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যান। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়, ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং মোহনপুর মহকুমা শাসক প্রসূন দে-সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেক পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আধার কার্ড সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দিতে মহকুমার শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই ক্ষত ক্ষতি নিরুপণের কাজ শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর এবং ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ হচ্ছে বলে মহকুমা প্রশাসন এবং কৃষিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ২১৬,৯৩০

ওয়াশিংটন, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। প্রতিদিনই বিশ্বের কোনও না কোনও দেশ সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে রেকর্ড গড়ে চলেছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২১৬,৯৩০-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩,১১৩, ৪৪৭ জন মানুষ।

২৯ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩,১১৩, ৪৪৭ জন। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২১৬,৯৩০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,০১১, ৮৭৭, ইতালিতে সংক্রমিত ২০১,৫০৫, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩২,১২৮, ফ্রান্সে ১৬৯, ০৫৩ এবং ব্রিটেনে ১৬২,৩৫০ জন।

সিরিয়ায় জ্বালানি ট্রাক-বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ৪৬ জনের, জখম ৫০ জন

বেইরুট, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর সিরিয়ার আফরিন শহরে জ্বালানি ট্রাক-বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৪৬ জন। শক্তিশালী বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৫০ জন। মৃত ও আহতদের মধ্যে সাধারণ নাগরিকও রয়েছেন। সিরিয়ার মানবাধিকার অবজারভেটরির প্রধান রামি আব্দুল রহমান জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার উত্তর সিরিয়ার আফরিন শহরের একটি বাজারে জ্বালানি ট্রাক-বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে আগুন ধরে যায়। প্রাণ হারিয়েছেন ১১টি শিশু-সহ ৪৬ জন, জখম হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৫০ জন। রামি আব্দুল রহমান আরও জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, কারণ অনেকেরই শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।ভয়াবহ এই হামলার নেপথ্যে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের হাত রয়েছে, তা এখনই পরিষ্কার নয়। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে আফরিন শহরকে কুর্দিশ-মুক্ত করেছে তুর্কি সেনাবাহিনী। এই হামলার জন্য কুর্দিশ পিপলস প্রোটেকশন ইউনিট-কে দায়ী করেছে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুতি নিচ্ছে নৌসেনা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য নৌবাহিনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য আইএনএস জলশ্বওয়া এবং আরও দুইটি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করার কাজ চলছে। কেন্দ্রের সম্মতি পেলেই জলপথে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনবে নৌবাহিনী। উপসাগরীয় অঞ্চলে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়। প্রবাসী লিগাল সেল নামে একটি সংগঠন এই পিটিশান দায়ের করেছিল।

পিটিশনে জানানো হয়েছিল যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েত, ওমান, বাহারিন, কাতারে কয়েক লক্ষ ভারতীয় কাজ করে।এদের মধ্যে বেশিরভাগই শ্রমিক।করোনা পরিস্থিতিতে তারা সবাই সেখানে আটকে রয়েছে।সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার আর্জি জানানো হয়।পাশাপাশি তাদেরকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ারও ব্যবস্থা যাতে ভারত সরকারের তরফ থেকে করা হয় সেই আর্জি ও করা।এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জানানো হয়েছিল যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।ইতিমধ্যেই উপসাগরীয় অঞ্চলে এইসব ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছে সরকার।

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে বিশেষ আর্থিক ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন নোবেল করুনা - ১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও নিহত, বিশ্ব অর্থনীতি প্রচন্ড ভাবে পর্যুদস্ত, এবং মানুষের জীবন এক সংকটকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এহেন সংকটজনক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগরতলা ভোলনন্দ পল্লিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পরিচালন কমিটিত গত ২৫ এপ্রিল তারিখে সর্বস্বম্মতিক্রমে স্কুলে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করেছে - পূর্ব ঘোষিত বর্ধিত টিউশন ফি এবং পরিবহন ফি দিতে হবে না। এক্ষেত্রে বিহত শিক্ষাবর্ষের টিউশন ফি এবং পরিবহন ফি অপরিবর্তিত অভস্থায় থাকবে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের পরিবহন ফি তে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। ২০২০ সালের এপ্রিল মসের ডিজিটাল ক্লাশ ফি দিতে হবে না। আগামী ৪ঠা মে ২০২০ থেকে নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল অফিসে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ফি জমা নেওয়ার কাজ শুরু হবে। ২৯ শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে স্কুলে অনলাইন শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্কুল থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। স্কুলের পরিচালন কমিটি এ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের সমস্ত অভিভাবক ও অভিবাবিকাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছে। উক্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

উন্মুক্ত হল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা ভক্তদের দর্শনে অনুমতি নেই

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে উন্মুক্ত হল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। তবে, আপাতত কেদারনাথ মন্দির দর্শনের কোনও অনুমতি নেই ভক্তদের। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মতোই বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকাল ৬.১০ মিনিট নাগাদ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দিরের দরজা।

ফুল দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয় ভগবান শিবের এই মন্দির। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১৬ জন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেদারনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে আপাতত কেদারনাথ মন্দির দর্শনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি ভক্তদের।

দুঃস্থ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বন্টন রামঠাকুর কলেজের প্রক্তনীদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। রামঠাকুর কলেজের ১৯৮১ এবং ১৯৮৩ সালের ব্যাচ এর পক্ষ থেকে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় দুই শতাধিক দুঃস্থদের মধ্যে রান্না করা খাবার এবং বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই এ ধরনের কর্মসূচিতে সামিল হন রামঠাকুর কলেজের প্রাক্তনীরা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বনাথ সাহা, অভিজিৎ সাহা, কান্তি সাহা, কুশল মুখার্জী প্রমুখ। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে সালিম হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন উদ্যোক্তারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।